পরিমার্জিত ও পূর্ণাঙ্গ গল্পসংকলন

গল্পসমগ্র

বাস্তব সত্য, অদ্ভুত রূপকথা ও
কল্পলোকের মায়াবী উপাখ্যান

গ্রন্থনা ও রচনা

মোঃ আনিসুর রহমান

রহস্য ❖ রূপকথা ❖ নীতিশিক্ষা ❖ বিজ্ঞান-রোমাঞ্চ

ঢাকা ❖ ২০২৬

গল্পসমগ্র

বাস্তব অভিজ্ঞতা, লোকায়ত রূপকথা ও কল্পজগতের ৮০টি নির্বাচিত গল্পের সুবিন্যস্ত সংকলন

মোঃ আনিসুর রহমান

গ্রন্থের বৈশিষ্ট্য: বাস্তব জীবনের অলৌকিক স্মৃতিকথা, বাংলার আবহমান লোকগাথা, সামাজিক স্যাটায়ার, বিজ্ঞান-কল্পকাহিনী ও আধ্যাত্মিক নীতিশিক্ষার এক অনুপম সমন্বয়।

সম্পাদনা: প্রফেশনাল সাহিত্য সংস্করণ

প্রকাশকাল: ২০২৬ খ্রিষ্টাব্দ

লেখকের প্রাককথন

❖ ❖ ❖

মানুষের জীবন বিচিত্র সব অভিজ্ঞতা, কল্পনা এবং অনুভূতির এক অন্তহীন ক্যানভাস। আমাদের চারপাশের চেনা জগতের দৃশ্যমান সীমানার বাইরেও লুকিয়ে থাকে এমন অনেক ঘটনা, যা বিজ্ঞান বা প্রচলিত যুক্তি দিয়ে সব সময় ব্যাখ্যা করা যায় না। শৈশব-কৈশোরের স্মৃতির ভাঁজে জমে থাকা অলৌকিক কিছু অনুভূতি এবং বাস্তব জীবনের গা ছমছমে অভিজ্ঞতা থেকেই আমার সাহিত্যযাত্রার প্রথম প্রেরণা।

'গল্পসমগ্র' সংকলনটি কেবল নিছক কিছু গল্পের সমষ্টি নয়; এটি তিনটি ভিন্ন ভিন্ন জগতের এক অপূর্ব মেলবন্ধন। প্রথম খণ্ডে সন্নিবেশিত হয়েছে বাস্তব জীবনের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা ও অলৌকিক স্মৃতিকথা—যেখানে রহস্যময় সুগন্ধের উপস্থিতি, বাঁশবাগানের অপার্থিব আলো কিংবা দুপুরের ছায়ার দোলাচল পাঠককে নিয়ে যাবে বাস্তব ও অদৃশ্যের সীমানায়। দ্বিতীয় খণ্ডে স্থান পেয়েছে বাংলার চিরন্তন লোকগাথা, হাস্যকৌতুক, পশুপাখির রূপক গল্প এবং চুয়াডাঙ্গার বেলগাছি খালের মতো লোকায়ত কিংবদন্তি—যা সমাজবাস্তবতা ও গভীর নীতিশিক্ষার দিক উন্মোচন করে। আর তৃতীয় খণ্ডে ডানা মেলেছে কল্পলোক, মহাকাশ বিজ্ঞান-রোমাঞ্চ, রূপকথার জাদুরাজ্য এবং ঐতিহাসিক ও আধ্যাত্মিক উপাখ্যান।

এই গল্পগুলো লিখতে গিয়ে আমি অনুভব করেছি—আমরা যতটুকু দেখি, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে তার চেয়ে অনেক বেশি কিছু বিদ্যমান। গল্পগুলো যদি পাঠকের হৃদয়ে সামান্যতম রোমাঞ্চ জাগাতে পারে, একমুহূর্তের জন্য স্তব্ধ করে দিতে পারে কিংবা জীবনের কোনো গভীর সত্য অনুধাবনে সাহায্য করে, তবেই আমার এই দীর্ঘ শ্রম সার্থক হবে।

বিনীত ও শুভেচ্ছা সহ,
মোঃ আনিসুর রহমান
ঢাকা, বাংলাদেশ

সূচিপত্র

❖ ❖ ❖

প্রথম খণ্ড: বাস্তব সত্য ও অলৌকিক স্মৃতিকথা (২২টি গল্প)

১. অচেনা পথের মায়া

২. দুপুরের দুঃস্বপ্ন

৩. রহস্য সেই সুগন্ধ

৪. মায়ের খোঁজে এক রহস্যময় দুপুর

৫. বাঁশবাগানের আগুনের মানুষ

৬. জাদুকর রফিক ও অদৃশ্য ভাতের রহস্য

৭. সমুদ্র সৈকতে ভূতের তাণ্ডব

৮. ভালোবাসা যেখানে হার মানে

৯. আয়নাল হক ও জিনের বর

১০. মায়ের রূপে ভূত

১১. হাতির শিক্ষা

১২. খুনসুটি বিড়াল ও বাঘের দম্ভ

১৩. নিজ প্রতিচ্ছবি

১৪. জেনেটিক চুলকানি

১৫. অন্তরস্থ শক্তি (Internal Power)

১৬. পৃথিবীর পরীক্ষাক্ষেত্র

১৭. গণক এবং নিয়তির খেলা

১৮. ভণ্ড সাধুর মুখোশ উন্মোচন

১৯. মায়ার বাঁধন

২০. লতার প্রতি স্বামীর গোপন ইচ্ছা

২১. অজুহাত

২২. অজ্ঞতা ও ভয়ের উপাসনা

দ্বিতীয় খণ্ড: বাংলার অদ্ভুত রূপকথা ও লোকগাথা (৩০টি গল্প)

২৩. ব্যাঙের সর্দি

২৪. ভূতের মেকআপ

২৫. পিঁপড়ার মুসলমানি

২৬. মশা আর পিঁপড়ার অদ্ভুত বন্ধুত্ব

২৭. বুদ্ধিমান মোরগ ও বোকা শিয়াল

২৮. ব্যাঙের বিয়ে বিপত্তি

২৯. ভূতের বেগার

৩০. টাকা বিভ্রাট

৩১. ঋষি ও চাষির বৃষ্টির রহস্য

৩২. ষাঁড় ও বলদের গল্প

৩৩. বাকের আলীর ভালো গল্প

৩৪. জীবন ঘুড়ি

৩৫. চাল নাই তো আবার চুলা

৩৬. তুষের আগুন

৩৭. নুন আনতে পান্তা ফুরায়

৩৮. ঐতিহ্য ও কুসংস্কার

৩৯. সাপের পঞ্চম পা: মাধবের আশ্চর্য যাত্রা

৪০. আলোর পথের যাত্রী

৪১. কামরুক কামাখ্যার মায়াবী ভূমি

৪২. কাঠের বিড়াল

৪৩. দর্পচূর্ণ

৪৪. অকর্মা নাপিতের ধামা ভরা ক্ষুর

৪৫. অলস লোকের তিন গুণ

৪৬. গাছে কাঁঠাল, গোঁফে তেল

৪৭. অশ্বডিম্বের সন্ধানে

৪৮. হাঁটুর ফাঁদ

৪৯. বেলগাছির অলৌকিক খাল

৫০. বড় পুকুরের বেদনা

৫১. কুবের ঠাকুরের অন্তর্ধান রহস্য

৫২. বেলগাছীর শাইজি: এক বিচিত্র সাধকের উপাখ্যান

তৃতীয় খণ্ড: কল্পলোকের ঝাঁপি ও রূপালী রোমাঞ্চ (২৮টি গল্প)

৫৩. স্ত্রীর ষোলো কলা

৫৪. কানা পীরের কাণ্ড

৫৫. বরফ দেশের রাজকুমারী ও জাদুর ফুল

৫৬. খাবার দেওয়া লাঠি

৫৭. শেষ ল্যাবরেটরি

৫৮. মহাকাশের শেষ আলো

৫৯. জোনাকিরা যখন কাঁদে

৬০. সময়-চোর এবং একটি পুরোনো ঘড়ি

৬১. জ্যোতির্ময় হীরার খোঁজে

৬২. সুরিয়া নগরীর জীবন্ত পদ্ম

৬৩. অন্ধকারের রাজ্য ও আলোর বীজ

৬৪. নীলাভুমির হারানো রহস্য

৬৫. শয়তানের নিশ্বাস

৬৬. সবুজ ব্যাঙ ও তারার গান

৬৭. বানরের গলায় মুক্তাহার

৬৮. অন্ধকারের রাজকুমার

৬৯. চন্দ্রলোকে রক্তপাত

৭০. মায়াবী বনের গোপন চাবি

৭১. জেমিনি-৭

৭২. এথারিয়ার লণ্ঠন

৭৩. রক্তবীজ

৭৪. পরীদের রানী বিলকিস

৭৫. রানী বিলকিস: সাবার যাদুকরী রাজত্ব

৭৬. পিঁপড়াদের উপত্যকা ও সুলাইমান (আ.)

৭৭. স্রষ্টার সৃষ্টি ও মানবজাতির সূচনা

৭৮. সৃষ্টি রহস্য ও ইবলিসের পতন

৭৯. জিন জাতির ইতিহাস ও অরাজকতার সমাপ্তি

৮০. ভয়ের রাত ও মহাকালের প্রহরী

প্রথম খণ্ড

বাস্তব সত্য ও অলৌকিক স্মৃতিকথা

❖ ❖ ❖

ব্যক্তিজীবনের গভীরে জড়িয়ে থাকা সত্য অভিজ্ঞতা, ব্যাখ্যাতীত রহস্য, অলৌকিক অনুভূতি এবং মনস্তাত্ত্বিক আত্মোপলব্ধির ২২টি রুদ্ধশ্বাস গল্পের সংকলন।

গল্প ১

অচেনা পথের মায়া

বাস্তব ও বিভ্রমের সীমান্তে এক অদ্ভুত দুপুর

সেদিন ছিল এক অন্যরকম দুপুর। আমার প্রিয় গল্পের বইটি কোথায় যেন হারিয়ে গিয়েছিল, আর সেটি খুঁজতে গিয়ে আমি এক অদ্ভুত গোলকধাঁধায় আটকে পড়েছিলাম। টানা পাঁচ কিলোমিটার পথ হেঁটেছি, গ্রামের প্রতিটি বন্ধুর বাড়ি ঘুরেছি, কিন্তু বইয়ের কোনো হদিস মেলেনি। শরীর আর মন ক্লান্তিতে ভেঙে পড়ছিল, মনে হচ্ছিল যেন মাথার ভেতর কেউ অনবরত হাতুড়ি পিটছে।

ক্লান্ত পায়ে যখন ফুফুর বাড়ির সামনে দিয়ে যাচ্ছিলাম, তখন চোখ পড়ল জোড়া পুকুরের মাঝখানের সেই চওড়া রাস্তাটার দিকে। এই রাস্তা দিয়ে আমি কতশতবার যাতায়াত করেছি, অথচ সেদিন মনে হলো এক অদৃশ্য শক্তি আমাকে পিছন থেকে টানছে। বুকের ভেতরটা কেঁপে উঠল—মনে হচ্ছিল, কেউ যেন চাইছে আমি পুকুরের অতল জলে তলিয়ে যাই। গা ছমছম করে উঠল। ভয়ে আর সেদিকে পা বাড়াতে পারলাম না।

অগত্যা পরিচিত অন্য পথ ধরলাম। কিন্তু এ কী অদ্ভুত কাণ্ড! যে পথ আমার নখদর্পণে, সেই রাস্তাটাকেই সম্পূর্ণ অপরিচিত মনে হতে লাগল। চারপাশের চেনা গাছপালা, বাড়িঘর—সবকিছু কেমন যেন অচেনা, কুয়াশাচ্ছন্ন আর ভৌতিক রূপ ধারণ করেছে। মনে হচ্ছিল, আমি অন্য কোনো সমান্তরাল জগতের গোলকধাঁধায় প্রবেশ করেছি। দিশেহারা হয়ে কোনোমতে হাঁটছিলাম।

হঠাৎ দেখি আমার এক সহপাঠী সামনে দাঁড়িয়ে। তাকে দেখে যেন ধড়ে প্রাণ ফিরে পেলাম। হাঁপাতে হাঁপাতে তাকে বই হারানোর কথা আর এই অচেনা পথের অদ্ভুত বিভ্রমের কথা বললাম। সে অবাক হয়ে আমার দিকে তাকিয়ে হো হো করে হেসে উঠল—"আরে, বই তো তোর নিজের হাতেই রয়েছে!"

চমকে উঠে নিজের হাতের দিকে তাকালাম। সত্যিই তো! যে বইটির জন্য সারা গ্রাম তোলপাড় করেছি, সেটা আমারই বগলে ধরা! দশজন মানুষের কাছে গিয়েছি, কেউ কিছু বলেনি, আর ও নিমিষেই চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিল! আমি হতবাক হয়ে বললাম, "কিন্তু আমি যে পথ চিনতে পারছি না! সবকিছু কেমন অচেনা লাগছে কেন?" সে আবারও হেসে বলল, "আমরা তো রোজ এই মাঠেই খেলি! আয়, তোকে পথ দেখিয়ে দিচ্ছি।"

কিছু দূর এগোতেই নানাবাড়ির সীমানা চোখে পড়ল। কিন্তু সেই পরিচিত উঠোন আর ঘরের চাল দেখেও বুকটা ছ্যাঁৎ করে উঠল—সবকিছু যেন নতুন, অচেনা এক রূপকথার মতো। তবে কি কোনো অদৃশ্য মায়া আমাকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল? ঠিক নানাবাড়ির সীমানা পার হতেই এক মুহূর্তে সবকিছু আবার স্বাভাবিক হয়ে গেল। কুয়াশা কেটে গিয়ে চিরচেনা বাস্তব জগৎ চোখের সামনে ভেসে উঠল।

পরে আবার সেই জোড়া পুকুরের কাছে গিয়ে দেখলাম, সেই ভয়ের লেশমাত্র নেই। পুকুরের শান্ত জল তখন স্থির। সেই অদ্ভুত অভিজ্ঞতা আজও আমার স্মৃতিতে অমলিন। সেদিন কি ক্লান্ত মনের বিভ্রান্তি ঘটেছিল, নাকি কোনো অশরীরী মায়ায় ঢাকা পড়েছিল চিরচেনা বাস্তবতা? এর উত্তর আজও আমার অজানা।

~ ❖ ~

গল্প ২

দুপুরের দুঃস্বপ্ন

নিজের অবয়বের সাথে মুখোমুখি সাক্ষাৎ

গ্রীষ্মের এক নিস্তব্ধ অলস দুপুর। দূর মসজিদ থেকে জোহরের আযানের সুমধুর সুর ভেসে আসছিল। আযানের ধ্বনিতে আমার তন্দ্রাচ্ছন্ন ঘুম ভেঙে গেল। শরীরে এক অদ্ভুত স্নিগ্ধ অনুভূতি নিয়ে চোখ মেলে বিছানায় উঠে বসলাম। ঘরের দরজার দিকে তাকাতেই বুকের রক্ত যেন হিম হয়ে গেল!

ঘরের বন্ধ দরজার ঠিক সামনে দাঁড়িয়ে আছে একটি স্পষ্ট মানবদেহ। তার পরনে আমারই পোশাক, পিঠ দরজার দিকে ঘোরানো—একেবারে আমারই হুবহু প্রতিচ্ছবি!

আমি দু'চোখ কচলে নিলাম। ভাবলাম, ঘুমের ঘোর হয়তো এখনো কাটেনি, চোখের ভ্রম ছাড়া আর কিছু নয়। কিন্তু না! অবয়বটি পাথরের মূর্তির মতো অনড় দাঁড়িয়ে রইল। আমি স্পষ্ট বিছানায় বসে আছি, আর দরজার সামনে দাঁড়িয়ে আছে আমারই অবিকল রূপ!

মুহূর্তের জন্য মনে হলো, আমি কি তবে ঘুমন্ত অবস্থায় মারা গিয়েছি? এ কি আমারই আত্মা? ভয়ের শীতল স্রোত আমার শিরদাঁড়া বেয়ে নেমে গেল। চোখ বন্ধ করে দোয়া পড়ে আবার তাকালাম—না, দৃশ্যটি বিন্দুমাত্র বদলায়নি।

বুকের ভেতর হাতুড়ির মতো ধুকপুকানি উপেক্ষা করে আমি খাট থেকে নামলাম। ভেতরে অদ্ভুত এক রোমাঞ্চ আর অদম্য সাহস ভর করল—দেখাই যাক না, ছুঁয়ে দেখলে কী ঘটে! যেই না হাত বাড়িয়ে অবয়বটিকে স্পর্শ করতে যাব, অমনি চোখের নিমেষে সেটি বাতাসে কর্পূরের মতো মিলিয়ে গেল! দরজার সামনে পড়ে রইল শুধু শূন্য বাতাস।

আমি হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম। একটি দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এলো বুক চিরে। নিজের বুকে হাত দিয়ে স্পন্দন অনুভব করলাম—হ্যাঁ, আমি বেঁচে আছি। নিশ্চিত হলাম ঘটনাটি অলৌকিক হলেও আমি জীবিত। কিন্তু সেই স্পষ্ট প্রতিচ্ছবি কোথা থেকে এলো আর কোথায়ই বা হারিয়ে গেল, তার রহস্যের পর্দা আজও উন্মোচিত হয়নি।

~ ❖ ~

গল্প ৩

রহস্য সেই সুগন্ধ

মধ্যরাতের অপার্থিব সুরভি ও শুভ্র অবয়ব

অনেক বছর আগের কথা। তখন রাত নিঝুম, ঘড়ির কাঁটায় তখন প্রায় আড়াইটা কি তিনটা বাজে। হঠাৎ গভীর ঘুমের মাঝে এক তীব্র, মনমাতানো বেলি ফুলের সুগন্ধে আমার ঘুম ভেঙে গেল।

চোখ মেলে দেখি সারা ঘর গাঢ় অন্ধকারে আচ্ছন্ন। ঘরের দরজা-জানালা ভেতর থেকে শক্ত করে ছিটকিনি দেওয়া, বাইরে থেকে কারও ভেতরে প্রবেশের কোনো উপায় নেই। কিন্তু ঘরের মেঝের দিকে তাকাতেই বিস্ময়ে বাকরুদ্ধ হয়ে গেলাম।

আমার খাটের পায়ের কাছে দাঁড়িয়ে আছেন প্রায় সাত ফুট দীর্ঘ এক পুরুষ! তাঁর পরনে ধবধবে শুভ্র পোশাক। তাঁর শরীর থেকেই ছড়িয়ে পড়ছে সেই অপার্থিব ফুলের গন্ধ। অদ্ভুত ব্যাপার হলো, এত বিশালকায় একজন অচেনা মানুষকে ঘরের ভেতর দেখেও আমার মনে কোনো ভয়ের সঞ্চার হলো না; বরং মন এক অনাবিল প্রশান্তিতে ভরে উঠল।

বেশ কিছুক্ষণ তিনি নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে রইলেন। আমি ভাবলাম, আলো জ্বেলে স্পষ্ট করে দেখি তিনি কে। যেমন ভাবা, অমনি খাটের পাশের সুইচে হাত দিয়ে আলো জ্বাললাম। কিন্তু আলো জ্বলার সাথে সাথেই তিনি অদৃশ্য হয়ে গেলেন! শূন্য ঘরে তখনো মিষ্টি সুবাস ম ম করছে।

বিছানা ছেড়ে বেরিয়ে দেখলাম বাবা-মা গভীর ঘুমে। তাদের ডেকে তুললাম। মা চোখ মেলেই বললেন, "আহা! এত সুন্দর বেলি ফুলের সুবাস কোত্থেকে আসছে?"

আমি রাতের পুরো ঘটনা খুলে বললাম। মা সব শুনে মুচকি হাসলেন এবং পরম স্নেহে আমার মাথায় হাত রেখে বললেন, "কাউকে এ কথা বলে বেড়ানোর দরকার নেই। এটা কোনো অমঙ্গল নয়, কোনো পবিত্র ও ভালো শক্তির উপস্থিতি।"

আজও যখন কোথাও বেলি ফুলের তীব্র সুবাস পাই, স্মৃতিপটে ভেসে ওঠে সেই রাতের শুভ্র অবয়বের কথা। কে ছিলেন সেই রহস্যময় অতিথি? আজও সে প্রশ্নের উত্তর মেলেনি, কিন্তু তাঁর রেখে যাওয়া প্রশান্তি আজও অন্তরে জাগ্রত।

~ ❖ ~

গল্প ৪

মায়ের খোঁজে এক রহস্যময় দুপুর

উইপোকার ঢিবি ও রূপ ধারণকারী মায়া

কৈশোরের সেই দিনটির কথা আজও স্পষ্ট মনে পড়ে। তখন আমার বয়স চৌদ্দ-পনেরো বছর। দুপুরের চড়া রোদে মাঠে বাবার জন্য খাবার পৌঁছে দিয়ে সবে বাড়ি ফিরেছি। তৃষ্ণার্ত ও ক্লান্ত শরীরে উঠোনে পা রেখেই "মা! মা!" বলে ডাকতে লাগলাম। কিন্তু বাড়িটা ছিল খাঁ খাঁ, নিস্তব্ধ। কোনো সাড়াশব্দ নেই।

অস্থির হয়ে বাইরে মেঠোপথে পা বাড়ালাম। হঠাৎ পাশের আমবাগানের দিকে চোখ পড়তেই থমকে দাঁড়ালাম। বাগানের এক প্রকাণ্ড আমগাছের নিচে, উঁচু উইপোকার ঢিবির ওপর দাঁড়িয়ে আছেন মা! তিনি অতি চেনা ভঙ্গিতে হাত নেড়ে আমাকে কাছে ডাকছেন। মায়ের সেই ডাক আর দৃষ্টিতে এমন এক সম্মোহনী টান ছিল যে, আমি এক মুহূর্ত না ভেবে দৌড়ে সেদিকে গেলাম।

কিন্তু উইপোকার ঢিবির সামনে পৌঁছাতেই বুকের ভেতরটা ছ্যাঁৎ করে উঠল—সেখানে কেউ নেই! এক পলক আগেও যাকে স্পষ্ট দেখলাম, তিনি যেন হাওয়ায় মিলিয়ে গেছেন। আশপাশে তন্ন তন্ন করে খুঁজলাম, কোথাও কোনো চিহ্ন নেই। পথচলতি দু-একজনকে জিজ্ঞেস করলাম, "আমার মাকে কি এদিকে যেতে দেখেছেন?" তারা অবাক হয়ে বলল, "না তো, কাউকে এদিকে আসতে দেখিনি।"

একরাশ বিস্ময় ও অজানা আতঙ্ক নিয়ে বাড়ি ফিরলাম। উঠোনে ঢুকতেই দেখি, মা পাড়ার কয়েকজন মহিলার সাথে বসে গল্প করছেন। আমি ছুটে গিয়ে বললাম, "মা! তুমি একটু আগে উইপোকার ঢিবির ওপর দাঁড়িয়ে আমাকে ডাকলে না?"

মা অবাক হয়ে বললেন, "কী বলছিস তুই! আমি তো বিগত তিন-চার ঘণ্টা ধরে উঠোনে বসে থালা-বাসন পরিষ্কার করছি আর গল্প করছি। ওনারাই তার সাক্ষী।" প্রতিবেশীরাও মায়ের কথার সত্যতা নিশ্চিত করলেন।

তাহলে উইপোকার ঢিবির ওপর মায়ের রূপ ধরে আমাকে কে ডেকেছিল? লোকমুখে শোনা যায়, প্রাচীন উইপোকার ঢিবিতে নানা অদৃশ্য শক্তির বাস থাকে। সেদিন কি প্রকৃতির কোনো অশরীরী মায়া আমাকে পথভ্রষ্ট করতে চেয়েছিল? সেই দুপুরের রহস্য আজও আমার মনে গভীর বিস্ময় জাগায়।

~ ❖ ~

গল্প ৫

বাঁশবাগানের আগুনের মানুষ

পূর্ণিমা রাতের আকাশে ভিনগ্রহের আগন্তুক

সেদিন ছিল ভরা পূর্ণিমা। রুপালি জোৎস্নায় স্নান করছিল সারা পৃথিবী। রাত তখন মধ্যপ্রহর পার হয়েছে, চারপাশ নিঝুম। বাঁশবাগানের মেঠোপথ ধরে আমি একাকী হাঁটছিলাম। জোনাকিদের মিটিমিটি আলো আর ঝিঁঝিঁ পোকার অবিরাম ডাক রাতের নিস্তব্ধতাকে এক মায়াবী রূপ দিয়েছিল।

হঠাৎ বাঁশঝাড়ের ফাঁক দিয়ে উত্তর আকাশের দিকে চোখ যেতেই স্তব্ধ হয়ে গেলাম। বাঁশবাগানের ঠিক ওপরের আকাশে স্থির হয়ে ভাসছে এক প্রকাণ্ড অগ্নিপিণ্ড! প্রথম দর্শনে ভেবেছিলাম কোনো উল্কাপাত, কিন্তু পরক্ষণেই স্পষ্ট বুঝলাম—সেটি উল্কা নয়। সেটি একটি পূর্ণাঙ্গ অবয়ব, যেন এক জীবন্ত আগুনের মানুষ! তার শরীর থেকে বিচ্ছুরিত হচ্ছে তীব্র নীলাভ-লাল আলো।

আমার মনে হলো, এ কি তবে অন্য কোনো গ্যালাক্সি থেকে আসা অচেনা যান বা ভিনগ্রহের প্রাণী? এমন এক ঐতিহাসিক অলৌকিক মুহূর্ত ক্যামেরাবন্দী করার জন্য দ্রুত পকেট থেকে স্মার্টফোন বের করলাম। কিন্তু আশ্চর্য কাণ্ড! ভিডিও মোড চালু করতেই ফোনটি সশব্দে বন্ধ হয়ে গেল। বারবার রিস্টার্ট করার চেষ্টা করলাম, কিন্তু প্রতিবারই ফোনটি বন্ধ হয়ে যায়।

হতাশ হয়ে পকেটের শক্তিশালী টর্চলাইটটি জ্বালিয়ে সেই আগুনের মানবের দিকে আলো ফেললাম। কিন্তু আলোর রশ্মি ছোঁয়ামাত্র এক বিকট শব্দে টর্চলাইটের বাল্বটি ফেটে গেল! চারপাশ এক মুহূর্তের জন্য গাঢ় অন্ধকারে ঢেকে গেল, আর সেই আগুনের অবয়বটি চোখের পলকে মহাশূন্যে মিলিয়ে গেল।

আমি বাকরুদ্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম। প্রকৃতির বুকে এমন অনেক অচেনা রহস্য লুকিয়ে আছে, যার ব্যাখ্যা আমাদের বিজ্ঞানের নাগালের বাইরে। সেই ভয়াল ও রোমাঞ্চকর রাতের পর থেকে আজও বাঁশবাগানের দিকে তাকালে শরীর শিউরে ওঠে।

~ ❖ ~

গল্প ৬

জাদুকর রফিক ও অদৃশ্য ভাতের রহস্য

খাদ্য অপচয়ের অহংকার ও প্রকৃতির নির্মম বিচার

গ্রামের শেষ প্রান্তে এক জীর্ণ কুটিরে বাস করত রফিক। গ্রামের সবাই তাকে এক নামে চিনত—'জাদুকর রফিক'। বয়সের ভারে তার শরীর কিছুটা নুয়ে পড়লেও চোখ দুটোতে ছিল এক ধূর্ত ও তীক্ষ্ণ দৃষ্টি।

রফিকের ছিল এক আশ্চর্য ভেলকিবাজি। যেকোনো বড় ভোজ বা মেজবানে সে নিমন্ত্রণ পেলেই এক মণ চালের ভাত চোখের পলকে সাবাড় করে ফেলার বাজি ধরত। মানুষ অবাক হয়ে দেখত, বিশাল হাঁড়িভর্তি ভাত রফিকের সামনে রাখামাত্র সে গোগ্রাসে খাচ্ছে এবং নিমিষেই হাঁড়ি শূন্য হয়ে যাচ্ছে! সবাই ধন্য ধন্য করত, রফিকের খ্যাতি দূর-দূরান্তে ছড়িয়ে পড়ল।

কিন্তু এর পেছনে লুকিয়ে ছিল এক অমার্জনীয় পাপ। রফিক আসলে জাদুবিদ্যার কুপ্রয়োগ করে সেই খাবারগুলো না খেয়ে অদৃশ্য করে দিত এবং গোপনে রাতের আঁধারে বনের গভীরে ফেলে আসত। যে খাবার শত শত ক্ষুধার্ত মানুষের মুখে হাসি ফোটাতে পারত, রফিক তার ক্ষণিকের বাহবা আর খ্যাতির মোহে তা পচিয়ে নষ্ট করত।

গ্রামের প্রবীণ করিম চাচা একদিন রফিককে একা পেয়ে সতর্ক করলেন, "রফিক, আল্লাহর দান খাবার নিয়ে এমন উপহাস করিস নে। প্রকৃতির বিচার বড় নির্মম। জাদুর জোরে প্রকৃতির নিয়মকে ফাঁকি দেওয়া যায় না।" কিন্তু রফিক তাচ্ছিল্যের হাসিতে সে কথা উড়িয়ে দিল।

অহংকারের পতন হতে সময় লাগে না। ধীরে ধীরে রফিকের জাদুর শক্তি ক্ষয় হতে লাগল। খাবার অদৃশ্য করতে গিয়ে দেখা গেল অর্ধেক থেকে যায়। একদিন এক জমিদার বাড়ির বিশাল ভোজসভায় শত শত মানুষের সামনে রফিক যখন ভাত অদৃশ্য করার মন্ত্র পড়ল, তখন কিছুই ঘটল না! খাবার যেমন ছিল তেমনই রয়ে গেল। রফিকের সমস্ত প্রতারণা সবার সামনে ফাঁস হয়ে গেল। লজ্জায় ও অপমানে সে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল।

গ্রামবাসী তাকে ধিক্কার দিয়ে তাড়িয়ে দিল। জাদুর শক্তি হারিয়ে রফিক যখন নিঃস্ব হয়ে কুটিরে ফিরে এলো, তখন তার পেটে তীব্র ক্ষুধা। অথচ ঘরে একমুঠো চালও নেই। যে মানুষ প্রতিদিন মণ মণ খাবার নষ্ট করেছে, আজ সে একমুঠো ভাতের জন্য মানুষের দ্বারে দ্বারে হাত পাততে বাধ্য হলো। নৈতিকতা ও শ্রদ্ধাবোধ ছাড়া কোনো দক্ষতাই মানুষকে রক্ষা করতে পারে না—প্রকৃতি রফিককে সে শিক্ষাই দিল।

~ ❖ ~

গল্প ৭

সমুদ্র সৈকতে ভূতের তাণ্ডব

নিঝুম রাতের বালুকাবেলায় অশরীরী ফিসফিসানি

কর্মব্যস্ত শহরের কোলাহল আর মানসিক ক্লান্তি দূর করতে এক গভীর রাতে সমুদ্র সৈকতে গিয়েছিলাম। রাতের বেলা নির্জন সমুদ্র সৈকত সবসময়ই আমার প্রিয়। দূর দিগন্ত থেকে ধেয়ে আসা ঢেউয়ের অবিরাম গর্জন আর শীতল হাওয়া ছাড়া সেখানে কোনো কোলাহল ছিল না। চাঁদের আবছা আলোয় বালুকাবেলা যেন রূপালি চাদর মুড়ি দিয়ে শুয়ে ছিল।

হঠাৎ ঘাড়ের কাছে এক হিমশীতল বাতাসের স্পর্শ পেলাম। ঠিক তখনই এক তীক্ষ্ণ নারীকণ্ঠের ফিসফিস আওয়াজ কানের পর্দায় আছড়ে পড়ল—"কে হে যুবক, আমার সীমানায় এসেছ?"

বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মতো এক ঝটকায় পিছনে ফিরলাম। কিন্তু কই? কেউ নেই! চারদিক জনমানবহীন, শুধু অন্তহীন বালুরাশি। ভাবলাম, অতিরিক্ত ক্লান্তিতে মনের ভুল হচ্ছে। কিন্তু মনের সংশয় দূর হওয়ার আগেই পা দুটো যেন বালির গভীরে ভারী পাথরের মতো আটকে গেল।

দ্বিতীয়বার সেই কণ্ঠস্বর আরও স্পষ্ট, আরও কাছ থেকে গমগম করে উঠল—"এত রাতে একা এসেছ? ভয় লাগছে না তোমার?"

আমার গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে এলো, হাত-পা বরফের মতো ঠান্ডা। কোনোমতে ফ্যাসফেসে গলায় বললাম, "কে... কে আপনি?"

কোনো উত্তর নেই। কিন্তু ঠিক তখনই চাঁদের আলোয় স্পষ্ট দেখলাম, ভিজে বালির ওপর এক জোড়া নরম মানবীর পায়ের ছাপ আপনা থেকেই তৈরি হয়ে সোজা আমার দিকে এগিয়ে আসছে! অথচ সেখানে কোনো দেহ নেই!

মুহূর্তের মধ্যে এক দমকা ঠান্ডা বাতাস আমার কান ঘেঁষে গেল, আর অট্টহাসির সাথে ফিসফিস করে উঠল—"আমার রাজ্যে একা ঢোকার সাহস কীভাবে পেলে?"

আর এক মুহূর্তও দাঁড়াইনি। শরীরের সমস্ত শক্তি একত্র করে অন্ধের মতো উল্টোদিকে ছুটতে শুরু করলাম। পিছনে সেই হিমশীতল নারীকণ্ঠের হাসি আর ঢেউয়ের গর্জন দীর্ঘক্ষণ আমার পিছু নিয়েছিল। সেই রাতের পর থেকে রাতের অন্ধকারে নির্জন সৈকতে একা যাওয়ার সাহস আমার চিরতরে লোপ পেয়েছে।

~ ❖ ~

গল্প ৮

ভালোবাসা যেখানে হার মানে

সামাজিক বৈষম্যের নির্মম শিকলে এক ট্র্যাজিক প্রেমের আখ্যান

আরিফ আর লিমার প্রেম ছিল বসন্তের নদীর মতো স্নিগ্ধ ও পবিত্র। আরিফের চোখে লিমা ছিল তার সারা জীবনের স্বপ্ন, আর লিমার কাছে আরিফ ছিল তার পরম নির্ভরতার আকাশ। তাদের ভালোবাসার গভীরতা সবাইকে মুগ্ধ করত।

কিন্তু তাদের এই ভালোবাসার মাঝে প্রাচীর হয়ে দাঁড়াল লিমার ধনাঢ্য পরিবারের আভিজাত্যের অহংকার। আরিফের সততা আর মেধাকে উপেক্ষা করে তার দরিদ্রতাকে অপরাধ হিসেবে গণ্য করা হলো। লিমাকে চার দেয়ালে বন্দি করে সম্পর্ক ভাঙার নির্দেশ দেওয়া হলো। বাধ্য হয়ে তারা এক রাতে পালিয়ে দূর শহরে চলে গেল এক নতুন জীবন গড়ার প্রত্যয়ে।

সেখানে তারা এক চিলতে ভাড়া ঘরে নিজেদের সুখের নীড় গড়ে তুলেছিল। কিন্তু লিমার বাবার প্রতিহিংসা ছিল দাবানলের মতো। তিনি প্রভাব ও অর্থ খাটিয়ে আরিফের সন্ধান বের করলেন। এক অমাবস্যার রাতে ভাড়াটে গুণ্ডারা আরিফকে নির্দয়ভাবে হত্যা করে তার নিথর দেহ রাস্তায় ফেলে গেল।

আরিফের মৃত্যু লিমার জীবনের সমস্ত আলো নিভিয়ে দিল। শোকে পাথর লিমাকে বাড়ি ফিরিয়ে এনে জোরপূর্বক এক মাদকাসক্ত বিত্তশালী যুবকের সাথে বিয়ে দেওয়া হলো। শুরু হলো লিমার ওপর নরকীয় মানসিক ও শারীরিক নির্যাতন। একদিকে আরিফকে হারানোর দুঃসহ ক্ষত, অন্যদিকে নিত্যদিনের অমানবিক লাঞ্ছনা—লিমার বেঁচে থাকার শেষ ইচ্ছাটুকুও নিঃশেষ হয়ে গেল।

এক জ্যোৎস্না রাতে, আকাশের দিকে অপলক তাকিয়ে আরিফের স্মৃতির সাথে শেষ বিদায় জানিয়ে লিমা আত্মহননের পথ বেছে নিল। দুটি নিষ্পাপ আত্মা সমাজ ও পরিবারের নির্মমতার শিকার হয়ে চিরতরে হারিয়ে গেল। ভালোবাসা রূপকথায় অমর হয় ঠিকই, কিন্তু现实ের নিষ্ঠুর জমিনে তা কত সহজেই না চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে যায়!

~ ❖ ~

গল্প ৯

আয়নাল হক ও জিনের বর

পরশ্রীকাতরতার করুণ পরিণতি ও শিক্ষণীয় উপাখ্যান

আয়নাল হক ছিল এক হতভাগ্য দিনমজুর। অর্থাভাবে দিন কাটত অনাহারে-অর্ধাহারে। আর বাড়ি ফিরলেই জুটত স্ত্রীর নির্মম বাক্যবাণ—"একটা পয়সা কামাতে পারো না, অলস ঢেঁকি!" দারিদ্র্য আর অপমানে অতিষ্ঠ হয়ে আয়নাল একদিন গভীর বনে গিয়ে আত্মহত্যার সিদ্ধান্ত নিল।

গাছের ডালে দড়ি বাঁধছে, এমন সময় হঠাৎ বন আলো করে এক সৌম্যদর্শন জিন আবির্ভূত হলো। জিন গম্ভীর স্বরে বলল, "আয়নাল, আত্মহত্যা মহাপাপ। থামো! আমি তোমাকে সাহায্য করব। তুমি যা চাইবে, আমি তা-ই দেব। তবে একটি শর্ত আছে—তুমি যা পাবে, তোমার গ্রামের প্রতিটি প্রতিবেশী তার দ্বিগুণ পাবে!"

আয়নাল খুশি মনে রাজি হলো। সে চাইল, "আমাকে এক ডিশ গরম পোলাও-মাংস দাও!" মুহূর্তে তার সামনে খাবার হাজির, আর গ্রামের সবার ঘরে পৌঁছে গেল দুই ডিশ খাবার। আয়নাল চাইল, "আমাকে একখানা তিনতলা পাকা বাড়ি দাও!" নিমেষেই তার জীর্ণ ঘরের জায়গায় বিশাল অট্টালিকা গড়ে উঠল, আর গ্রামবাসীদের সবার দুটো করে পাকা বাড়ি হয়ে গেল। এভাবে টাকা, জমি, সোনাদানা পেয়ে আয়নাল ধনী হয়ে উঠল।

কিন্তু কয়েক বছর যেতেই আয়নালের স্ত্রীর মনে হিংসার আগুন জ্বলে উঠল। সে খিটখিট করে বলতে লাগল, "আমাদের একখানা বাড়ি অথচ প্রতিবেশীদের দুটো! আমাদের পাঁচ বিঘা জমি অথচ ওদের দশ বিঘা! এটা কেমন বিচার?" স্ত্রীর কথায় আয়নালের মনেও পরশ্রীকাতরতার বিষ ছড়িয়ে পড়ল।

অন্ধ ক্রোধে আয়নাল আবার বনে গিয়ে জিনের মুখোমুখি হলো। সে চিৎকার করে বলল, "আমার স্ত্রীর রাগ মেটাতে একটা বর দাও—আমার এক চোখ অন্ধ করে দাও!" আয়নাল ভেবেছিল, নিয়মানুযায়ী তার এক চোখ গেলে গ্রামবাসীদের দুই চোখই অন্ধ হয়ে যাবে এবং তারা ভিখারি হয়ে যাবে।

কিন্তু চোখ খুলতেই আয়নাল দেখল, সে নিজেই এক চোখে অন্ধ হয়ে গেছে; অথচ গ্রামের প্রতিটি মানুষ সম্পূর্ণ সুস্থ ও দৃষ্টিমান রয়েছে!

হতবাক আয়নাল চিৎকার করে বলল, "এ কী হলো! ওদের দুই চোখ অন্ধ হলো না কেন?"

জিন শান্ত কণ্ঠে উত্তর দিল, "আয়নাল, আমি কাউকে বর হিসেবে ক্ষতি উপহার দিই না। অন্যের মঙ্গলের নিয়মে তোমাকে দিয়েছিলাম। তুমি নিজের জন্য ক্ষতি চেয়েছ, তাই তোমার ক্ষতি হয়েছে। কিন্তু নিরপরাধ মানুষের অনিষ্ট করার ক্ষমতা বা অধিকার আমার নেই।"

মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়ল আয়নাল। প্রাচুর্য থাকলেও এক চোখ হারিয়ে সে আজীবনের জন্য অনুতপ্ত হলো। হিংসা আর পরশ্রীকাতরতা যে কেবল নিজের সর্বনাশই ডেকে আনে, আয়নাল তা মর্মে মর্মে উপলব্ধি করল।

~ ❖ ~

গল্প ১০

মায়ের রূপে ভূত

সাহস ও আত্মবিশ্বাসের কাছে অশুভ শক্তির পরাজয়

দুপুরের চড়া রোদে গা পুড়ে যাচ্ছে। সাব্বির সকাল থেকে মাকে খুঁজে না পেয়ে চিন্তায় অস্থির হয়ে উঠেছিল। তাদের ছোট উঠোন পেরিয়ে সে গ্রামের মেঠোপথে পা বাড়াল। হঠাৎ পুকুরপাড়ের পুরোনো আমগাছের তলায় চোখ পড়তেই সে দেখল, এক প্রকাণ্ড উইপোকার ঢিবির পাশে তার মা দাঁড়িয়ে আছেন।

মা তাকে হাতের ইশারায় ঢিবির দিকে ডাকছেন। সাব্বির সকালে ঘাস কাটার জন্য হাতে রাখা ধারালো কাস্তেটা শক্ত করে ধরে সেদিকে এগুলো। কিন্তু কাছে পৌঁছাতেই মায়ের মুখ থেকে যে কণ্ঠস্বর বের হলো, তা শুনে সাব্বিরের বুকের রক্ত হিম হয়ে গেল! সে কণ্ঠস্বর কর্কশ, ধাতব ও হিংস্র!

"তোর কপাল ভালো সাব্বির, হাতে কাস্তে নিয়ে এসেছিস! নইলে আজ তোকে এই ঢিবির গভীরে টেনে নিতাম!" মায়ের জ্বলন্ত লাল চোখের দিকে তাকিয়ে সাব্বির বুঝতে পারল, এ তার আসল মা নয়—কোনো অপশক্তি মায়ের রূপ ধরেছে।

সেই ছদ্মবেশী সত্তা হিসহিস করে বলল, "তুই দুদিন আগে আমার এই প্রাচীন ঢিবি ভেঙেছিলি। আজ তার শোধ নেব!"

ভয়ে সাব্বিরের পা অবশ হয়ে আসছিল। কিন্তু তখনই তার মনে পড়ল প্রয়াত দাদুর সেই অমূল্য উপদেশ—"অশুভ শক্তির সামনে কখনো ভয় পাবি না; মনের জোর আর আত্মবিশ্বাসই সব ভয়ের পরম ওষুধ।"

সাব্বির হাতের কাস্তেটি উঁচু করে বুক ফুলিয়ে বজ্রকণ্ঠে চিৎকার করে উঠল, "তুই আমার মা নোস! আমার মা সন্তানকে ভালোবাসে, ভয় দেখায় না! এই কাস্তে আমার মেহনতের হাতিয়ার, আজ তোকে আমি ছাড়ব না!"

সাব্বিরের অবিচল সাহস আর আত্মপ্রত্যয়ের সামনে সেই অশুভ মায়া কেঁপে উঠল। এক তীব্র বিকট শব্দে উইপোকার ঢিবির ভেতর নীল আলো ছড়িয়ে দিয়ে মায়াবী অবয়বটি মিলিয়ে গেল। বাতাসে মিলিয়ে গেল তার হিংস্র চিৎকার।

সাব্বির হাঁপাতে হাঁপাতে ঘরে ফিরে দেখল, তার আসল মা রান্নাঘরে কাজ করছেন। সাব্বির বুঝতে পারল, ভয়ের সামনে আত্মসমর্পণ না করে সাহসের সাথে রুখে দাঁড়ালে যেকোনো অপশক্তিই পিছু হটতে বাধ্য।

~ ❖ ~

গল্প ১১

হাতির শিক্ষা

অহংকারের পতন ও ক্ষুদ্রের মহত্ত্বের রূপকথা

এক গভীর অরণ্যে বাস করত এক বিশালাকার হাতি। তার অসীম শারীরিক শক্তির অহংকারে সে বনের অন্যান্য ছোটখাটো প্রাণীদের সবসময় তুচ্ছতাচ্ছিল্য করত। বিশেষ করে পুকুরপাড়ের ব্যাঙদের সে নানাভাবে উপহাস করত এবং চলার পথে তাদের বসতি মাড়িয়ে যেত। ব্যাঙেরা নীরবে এই অত্যাচার সহ্য করত।

একদিন বনের গভীরে বিচরণের সময় অসাবধানতাবশত হাতিটি এক বিশাল কাদামাটির গর্তে পড়ে গেল। গর্তটি এতটাই গভীর ও পিচ্ছিল ছিল যে, শত চেষ্টা করেও হাতিটি ওপরে উঠতে পারছিল না। তার আর্তনাদে পুরো বন প্রকম্পিত হয়ে উঠল।

বনের পশুপাখিরা জড়ো হলেও হাতির পূর্বের দুর্ব্যবহারের কারণে কেউ তাকে উদ্ধারে এগিয়ে এলো না। তখন ব্যাঙদের প্রবীণ নেতা মিতুল শান্ত পায়ে গর্তের কিনারায় গিয়ে দাঁড়াল। হাতি প্রথমে উপহাসের দৃষ্টিতে তাকিয়ে ভাবল, এই ক্ষুদ্র ব্যাঙ তাকে কী সাহায্য করবে!

মিতুল শান্ত কণ্ঠে বলল, "মহারাজ, আপনি এতদিন আমাদের ক্ষুদ্র বলে অবহেলা করেছেন। কিন্তু বিপদের দিনে অহংকার কাউকে রক্ষা করতে পারে না। আমরা হয়তো আপনাকে একাই টেনে তুলতে পারব না, কিন্তু সবাই মিলে আপনার ওঠার পথ তৈরি করে দেব।"

মিতুলের ডাকে শত শত ব্যাঙ একত্রিত হলো। তারা তাদের ছোট ছোট পা দিয়ে গর্তের কিনারার আলগা মাটি সরাতে লাগল এবং হাতিকে শুঁড় দিয়ে শক্ত ডাল আঁকড়ে ধরার পরামর্শ দিল। ব্যাঙদের এই আন্তরিকতা দেখে হাতির চোখে জল এসে গেল। সে বুঝতে পারল, শারীরিক শক্তির চেয়ে সম্মিলিত সহযোগিতা ও সহমর্মিতা কত বড় শক্তি।

অবশেষে সকলের যৌথ প্রচেষ্টায় হাতিটি গর্ত থেকে মুক্তি পেল। সেদিন থেকে হাতি তার অহংকার ত্যাগ করে বনের সবার বিশ্বস্ত বন্ধু ও রক্ষক হয়ে উঠল।

~ ❖ ~

গল্প ১২

খুনসুটি বিড়াল ও বাঘের দম্ভ

উপস্থিত বুদ্ধি ও চাতুর্যের কাছে শক্তির পরাজয়

এক গহীন অরণ্যে বাস করত এক চঞ্চল ও ধূর্ত বিড়াল। বনের সব প্রাণী যেখানে বাঘকে দেখে কাঁপত, সেখানে এই বিড়ালটি বাঘের অহংকার ভাঙার নানা ফন্দি আঁটত।

একদিন বাঘ যখন শিকারে বের হয়েছে, তখন বিড়ালটি বাঘিনীর সামনে গিয়ে নানান খুনসুটি ও অঙ্গভঙ্গি করতে লাগল। বাঘ ফিরে এসে এই দৃশ্য দেখে ক্রোধে ফেটে পড়ল—"এক সামান্য মার্জারের এত বড় স্পর্ধা!" বাঘ গর্জন করে বিড়ালের দিকে ঝাঁপিয়ে পড়ল।

বিড়ালটি ছিল চটপটে। সে বিদ্যুৎ গতিতে দুটি বিশাল প্রাচীন গাছের অতি সরু ফাঁক গলে ওপারে চলে গেল। বাঘ তার বিশাল শরীর নিয়ে সেই সরু ফাঁকে ঢুকতে গিয়ে মাঝপথে আটকে গেল এবং শত চেষ্টা করেও বের হতে না পেরে নিজের ফাঁদেই বন্দি হয়ে প্রাণ হারাল।

পরবর্তীতে নদী পারাপারের সময় বিড়ালটি স্রোতের তোড়ে পড়ে হাবুডুবু খাচ্ছিল। বাঘিনী তাকে উদ্ধার করে ডাঙায় তুলল। ডাঙায় উঠেই বিড়ালটি চোখ গরম করে বাঘিনীকে বলল, "আমি জলের গভীরতা মাপছিলাম, তুই কেন মাঝপথে বাধা দিলি?"

বাঘিনী বিড়ালের এই চরম সাহস ও চাতুর্য দেখে হতবাক হয়ে ভাবল, এ কোনো সাধারণ প্রাণী নয়, নিশ্চয়ই কোনো অপ্রতিরোধ্য সত্তা! সেই থেকে বনের হিংস্র পশুরাও বিড়ালকে সমীহ করে চলতে লাগল। উপস্থিত বুদ্ধির কাছে পেশিশক্তি যে কত অসহায়, এই গল্প তারই এক হাস্যরসাত্মক প্রমাণ।

~ ❖ ~

গল্প ১৩

নিজ প্রতিচ্ছবি

মনিরের গা ছমছমে মনস্তাত্ত্বিক অভিজ্ঞতা

দুপুরের তীব্র রোদে মনিরের ঘুম ভেঙে গেল। আলসেমি ভেঙে বিছানায় উঠে বসতেই ঘরের কোণের দিকে চোখ গেল তার। আর যা দেখল, তাতে তার হৃদস্পন্দন যেন এক মুহূর্তের জন্য স্তব্ধ হয়ে গেল।

ঘরের নিভৃত কোণে শান্তভাবে দাঁড়িয়ে আছে এক মানুষ। ভালো করে তাকাতেই মনিরের রক্ত হিম হয়ে এলো—সেটি অন্য কেউ নয়, অবিকল তারই প্রতিচ্ছবি! একই উচ্চতা, একই মুখের গড়ন, এমনকি চুলের বিন্যাসও হুবহু এক। অবয়বটি অপলক দৃষ্টিতে মনিরের দিকে তাকিয়ে আছে।

মনির নিজেকে চিমটি কাটল—তীব্র ব্যথায় নিশ্চিত হলো সে স্বপ্ন দেখছে না। কাঁপতে কাঁপতে বিছানা থেকে নেমে সে ধীর পায়ে অবয়বটির দিকে এগিয়ে গেল। ঘরের ভেতরে কোনো আয়না নেই, অথচ সামনে নিজেরই জীবন্ত রূপ!

কাঁপাকাঁপা কণ্ঠে মনির জিজ্ঞেস করল, "কে... কে তুমি?"

কোনো প্রত্যুত্তর এলো না। মনির সাহস সঞ্চয় করে হাত বাড়িয়ে তাকে স্পর্শ করতে চাইল। কিন্তু আঙুল ছোঁয়ামাত্র এক বরফশীতল স্পর্শ পেয়ে শিউরে উঠল সে, আর পলকের মধ্যে সেই অবয়বটি ধোঁয়ার মতো মিলিয়ে গেল শূন্যে।

বাইরে তখনো প্রখর রোদ, কিন্তু মনিরের ভেতর নেমে এলো এক অজানা অন্ধকার। অবচেতন মনের জটিল মনস্তাত্ত্বিক রূপ নাকি কোনো সমান্তরাল জগতের ছায়া—সেই রহস্য আজও মনিরের ভাবনার জগৎকে আলোড়িত করে।

~ ❖ ~

গল্প ১৪

জেনেটিক চুলকানি

পারিবারিক কোন্দল ও পরনির্ভরশীল রাজনীতির রূপক আখ্যান

গেদু মিয়া আর ভাদু মিয়া—দুই ভাইয়ের যৌথ সংসার একসময় গ্রামের বুকে ছিল শান্তির প্রতীক। ভাদু মিয়া বড় ভাই হিসেবে সংসারের হাল শক্ত করে ধরে রাখতেন, আর গেদু ছিল সমাজের কাজের মধ্যমণি। কিন্তু শান্তি বেশিদিন সইল না, যখন তাদের দুই বাড়ির মাঝে এসে বসবাস শুরু করল চতুর মদন দাস।

মদন দাস বহুদিনের শত্রুতাকে কাজে লাগিয়ে গেদু মিয়ার কানে বিষ ঢালতে লাগল—"তোমার ভাই তোমার সব সম্পদ আত্মসাৎ করছে, আলাদা হয়ে যাও!" ক্ষমতার মোহে ও পরপ্ররোচনায় গেদু ভাই ভাদুর সাথে রক্তক্ষয়ী বিরোধে জড়িয়ে সংসার ভাগ করল।

সংসার ভাঙার পর মদন দাসের পোয়াবারো। সে গেদুকে পুতুল বানিয়ে তার জমিজমা দখল করতে লাগল। একসময় পরিবারের বঞ্চিত যুবকেরা গেদু মিয়ার স্বৈরাচারী ক্ষমতার বিরুদ্ধে ক্ষুব্ধ হয়ে তাকে নিঃশেষ করে দিল। ক্ষমতা চলে গেল বিভিন্ন সুযোগসন্ধানী প্রহরীদের হাতে।

পরবর্তীতে গেদুর সুযোগসন্ধানী বংশধরেরা একের পর এক ক্ষমতার জন্য প্রতিবেশী মদন দাসের কাছে নিজেদের স্বাধীনতা বিকিয়ে দিতে লাগল। ক্ষমতার লোভে নিজেদের পরিবারকে ধ্বংস করে অন্যের গোলামি করার এই মানসিক ব্যাধিকে গ্রামের মানুষ নাম দিল "জেনেটিক চুলকানি"। এটি নিছক কোনো ব্যক্তির গল্প নয়, বরং আত্মঘাতী লোভ ও পরনির্ভরশীলতার এক তীব্র সামাজিক ও রাজনৈতিক স্যাটায়ার।

~ ❖ ~

গল্প ১৫

অন্তরস্থ শক্তি (Internal Power)

মানুষের সুপ্ত চেতনা, রুহ জগত ও আত্মিক শক্তির বিশ্লেষণ

মানবদেহের বাহ্যিক সীমানার অন্তরালে লুকায়িত থাকে এক অপার ও অগাধ শক্তি, যাকে বলা হয় 'অন্তরস্থ শক্তি' বা Internal Power। এই শক্তির বিকাশেই সাধারণ মানুষ যুগে যুগে মহামানব, বিজ্ঞানী, দার্শনিক ও আবিষ্কারক হয়ে উঠেছেন।

সৃষ্টির আদিতে রুহ জগতে পরম করুণাময় মানবাত্মাকে যে মৌলিক জ্ঞানের বীজ বপন করে দিয়েছেন, পার্থিব জগতে সাধনা ও নিরলস কর্মপ্রচেষ্টার মাধ্যমে সেই সুপ্ত জ্ঞানকে জাগ্রত করাই হলো এই শক্তির মূল চাবিকাঠি। রাইট ভ্রাতৃদ্বয় যখন পাখির ওড়া দেখে উড়োজাহাজ আবিষ্কার করলেন কিংবা হাওয়ার্ড আইকেন কম্পিউটারের জটিল বিন্যাস সাজালেন—তা ছিল মানুষের অন্তরে পূর্বনির্ধারিত জ্ঞানেরই প্রাতিষ্ঠানিক রূপদান।

এই অন্তরস্থ শক্তিকে কয়েকটি মৌলিক স্তরে বিন্যস্ত করা যায়: ১. **নিরপেক্ষ শক্তি (Neutral Power):** এটি হলো মানব মনের ভারসাম্যপূর্ণ মূল সত্তা বা মাদারবোর্ড, যা প্রতিটি মানুষের চিন্তা ও উপলব্ধির কেন্দ্রে অবস্থান করে। ২. **বর্তমান সচেতনতা (Present Power):** তাৎক্ষণিক বিপদ-আপদ মোকাবিলা ও উপস্থিত বুদ্ধির সঠিক পরিচালনা এই শক্তির ওপর নির্ভরশীল। ৩. **অতীত স্মৃতিশক্তি (Past Power):** জীবনের সঞ্চিত অভিজ্ঞতা ও স্মৃতিকে সুশৃঙ্খলভাবে অবলোকন করার অভ্যন্তরীণ ক্ষমতা। ৪. **স্বয়ংক্রিয় আধ্যাত্মিক শক্তি (Auto Power):** গভীর ধ্যান, আত্মসংযম ও সৃষ্টিকর্তার নৈকট্য অর্জনের মাধ্যমে জাগ্রত হওয়া এক ঐশ্বরিক জ্যোতি, যা মহামানবদের জীবনকে মানবকল্যাণের আলোকবর্তিকা বানিয়ে তোলে।

মানুষের মন যখন বাহ্যিক মোহ ও কুসংস্কার থেকে মুক্ত হয়ে অন্তরস্থ শক্তিতে বলীয়ান হয়, তখনই অসম্ভবকে সম্ভব করার দ্বার উন্মোচিত হয়।

~ ❖ ~

গল্প ১৬

পৃথিবীর পরীক্ষাক্ষেত্র

ধৈর্য, শোকর ও অবিচল বিশ্বাসের মাধ্যমে জীবনের সাফল্য

এই পৃথিবী মানুষের জন্য কোনো চিরস্থায়ী আনন্দের নিবাস নয়; বরং এটি একটি সুবিশাল পরীক্ষাগার। এখানে প্রতিটি সুখ, দুঃখ, প্রাপ্তি ও অপ্রাপ্তি হলো পরীক্ষার একেকটি প্রশ্নপত্র। আর এই পরীক্ষার প্রেক্ষাপটে মানুষের ধৈর্য ও আচরণই তার উত্তরপত্র তৈরি করে।

গ্রামের এক দরিদ্র কিন্তু ধর্মপ্রাণ কৃষক আব্দুল্লাহর জীবন ছিল এই সত্যের এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। এক বছর তীব্র বন্যায় তার সারা বছরের কষ্টার্জিত সোনার ফসল চোখের সামনে তলিয়ে গেল। আশপাশের সবাই যখন হাহাকার ও হতাশায় ভেঙে পড়ছিল, আব্দুল্লাহ তখন দুই রাকাত নফল নামাজ পড়ে আল্লাহর দরবারে শুকরিয়া আদায় করে বলল, "হে প্রভু, তুমি যা ভালো মনে করো, আমি তাতেই সন্তুষ্ট।"

বিপদের দিনেও সে প্রতিবেশীদের মুখে সামান্য খাবার তুলে দিল। কয়েক মাস পর প্রকৃতি অনুকূলে এলো, আব্দুল্লাহর জমিতে যে ফসল ফলল, তা অতীতের সমস্ত অভাব দূর করে দিল।

পরবর্তীতে তার একমাত্র সন্তান কঠিন ব্যাধিতে আক্রান্ত হলো। আব্দুল্লাহ বিচলিত না হয়ে গভীর রাতে চোখের জলে স্রষ্টার সাহায্য প্রার্থনা করল এবং চিকিৎসা চালিয়ে গেল। পরম করুণাময়ের কৃপায় সন্তান সুস্থ হয়ে উঠল।

জীবনের প্রতিটি কঠিন মুহূর্তে ধৈর্য ও শোকরের পরীক্ষা দিয়ে আব্দুল্লাহ প্রমাণ করল—দুনিয়ার দুঃখ ক্ষণস্থায়ী, কিন্তু অন্তরের অবিচল বিশ্বাসই মানুষকে পরকালীন অনন্ত শান্তিময় সাফল্যের পথে পৌঁছে দেয়।

~ ❖ ~

গল্প ১৭

গণক এবং নিয়তির খেলা

অন্ধ ভবিষ্যৎবাণী বনাম কর্মনিষ্ঠার চিরন্তন সত্য

গ্রামের প্রাচীন বটবৃক্ষের শীতল ছায়ায় বিশ বছর ধরে বসে মানুষের ভাগ্য গণনা করে আসছে গণক রমজান আলী। পঞ্জিকা খুলে, কড়ি ফেলে, তোতা পাখির বুলি আউড়ে সে কত মানুষের অর্থকষ্ট দূর হওয়ার আশ্বাস দিয়েছে, কত জনের রোগমুক্তির তাবিজ দিয়েছে—তার কোনো হিসেব নেই। কিন্তু বিশ বছর ধরে রমজান আলীর নিজের জীর্ণ দশার কোনো পরিবর্তন হয়নি।

একদিন এক শিক্ষিত তরুণ রমজানের সামনে এসে বসল এবং তাচ্ছিল্যের সুরে বলল, "রমজান সাহেব, আপনি তো সবার ভাগ্য বলে দিচ্ছেন, কিন্তু বিশ বছর ধরে বটতলায় বসে আপনার নিজের ভাগ্য কেন বদলালো না? এসব কি স্রেফ মানুষের সরলতার সুযোগ নিয়ে ব্যবসা নয়?"

রমজান আলী এক মুহূর্ত নীরব রইলেন। তারপর এক শান্ত ও প্রজ্ঞাপূর্ণ হাসি দিয়ে বললেন, "বাবা, ভাগ্য কোনো মুখস্থ কথার খেলা নয়; ভাগ্য হলো মানুষের সততা ও কর্মের ফসল। আমি মানুষকে বিপদের দিনে একটু সান্ত্বনা ও আশার আলো দেখাই, কিন্তু কর্ম তো মানুষকেই করতে হয়। আমি যদি নিজের কর্মে নিষ্ঠাবান না হই, তবে আমার ভাগ্য বদলাবে কীভাবে?"

যুবকটি রমজান আলীর এই খোলামেলা সত্যভাষণে চমকে উঠল। সে বুঝল, মানুষ যখন অলস হয়ে ভাগ্যের ওপর দায় চাপায়, তখনই তারা পিছিয়ে পড়ে। আসল ভাগ্য লুকিয়ে থাকে মানুষের সৎ পরিশ্রম ও আত্মবিশ্বাসের গভীরে।

~ ❖ ~

গল্প ১৮

ভণ্ড সাধুর মুখোশ উন্মোচন

অন্ধ বিশ্বাস ও ভণ্ডামির বিরুদ্ধে এক চতুর যুবকের বুদ্ধিদীপ্ত জয়

গ্রামের প্রান্তে জীর্ণ কুটিরে আস্তানা গেড়েছিল এক ভণ্ড সাধু, নাম তার শান্তানন্দ। তার পরনে ঢিলেঢালা লম্বা গেরুয়া পোশাক। সে দাবি করত, অলৌকিক ক্ষমতাবলে ভক্তদের মনের যেকোনো বাসনা পূরণ করে ফলমূল বা মিষ্টান্ন হাজির করতে পারে।

আসলে শান্তানন্দের কোনো দৈব ক্ষমতা ছিল না। সে কুটিরের গোপন প্রকোষ্ঠে আঙুর, আপেল ও মিষ্টি লুকিয়ে রাখত এবং লম্বা চাদরের আড়ালে হাত ঢুকিয়ে সেগুলো ভক্তদের সামনে এনে হাতসাফাই দেখাত। ভক্তরা সরল বিশ্বাসে তাকে অবতার মেনে প্রণাম করত এবং প্রণামী দিত।

একদিন এক বুদ্ধিমান তরুণ শান্তানন্দের দরবারে এলো। সে বিনীতভাবে হাতজোড় করে বলল, "বাবা, আমার ভীষণ পিপাসা পেয়েছে। আপনি যদি দয়া করে আপনার জামার ভেতর থেকে একটি আস্ত কাঁচা ডাব বের করে দেন, তবে আমি তৃপ্ত হব!"

ডাবের কথা শুনতেই সাধুর মুখের রঙ ফ্যাকাশে হয়ে গেল! ডাব তো আর জামার আড়ালে লুকিয়ে রাখা সম্ভব নয়! সাধু আমতা আমতা করতে লাগল এবং কোনো যুক্তিসঙ্গত উত্তর দিতে পারল না।

তরুণটি তখন সাধুর পোশাকের ভেতরের গোপন পকেট ও কুটিরের পেছনের ফলভাণ্ডার সবার সামনে উন্মুক্ত করে দিল। গ্রামবাসীরা বুঝতে পারল, অলৌকিকতার নামে এতদিন তাদের প্রতারিত করা হচ্ছিল। অন্ধ ভক্তি নয়, যুক্তি ও সচেতনতাই মানুষকে কুসংস্কারের হাত থেকে রক্ষা করে।

~ ❖ ~

গল্প ১৯

মায়ার বাঁধন

দাম্পত্য জীবনের রোমাঞ্চ, বিশ্বাস ও নিখাদ ভালোবাসার নাটক

ব্যবসায় চরম লোকসান খেয়ে আবিদের দিন কাটছিল গভীর হতাশায়। কিন্তু তার স্ত্রী এশা ছিল এক অনন্য নারী। প্রতি রাতে জায়নামাজে দাঁড়িয়ে সে আবিদের মানসিক শান্তি ও সমৃদ্ধির জন্য চোখের জল ফেলত। এশার এই অকৃত্রিম দোয়ায় ধীরে ধীরে আবিদের ব্যবসায় অচিন্তনীয় উন্নতি হলো।

কিন্তু আবিদ কাজে এতটাই মগ্ন হয়ে পড়ল যে, রোমাঞ্চ ও দাম্পত্য জীবনের মিষ্টি মুহূর্তগুলো হারিয়ে যেতে লাগল। একদিন আবিদের ফোনে এক অজানা নম্বর থেকে হুমকি এলো—"তোমার স্ত্রীকে অপহরণ করা হয়েছে! পঞ্চাশ লাখ টাকা নিয়ে পুরনো গুদামে এসো, নইলে ওর লাশ পাবে!"

আবিদ দিশেহারা হয়ে গেল। সর্বস্ব বিলিয়ে দিয়ে সে স্ত্রীর জীবন বাঁচাতে গভীর রাতে নির্দেশিত অন্ধকার গুদামে পৌঁছাল। সেখানে মুখোশধারী সশস্ত্র লোকদের সামনে আবিদ হাঁটু গেড়ে কান্নাজড়িত কণ্ঠে বলল, "আমার সব নিয়ে যাও, শুধু আমার এশাকে ফিরিয়ে দাও!"

ঠিক তখনই পর্দার আড়াল থেকে হাসতে হাসতে বেরিয়ে এলো এশা! মুখোশধারীরা ছিল এশারই বিশ্বস্ত ভাই ও বন্ধু। এশা হেসে বলল, "আমি জানতে চেয়েছিলাম, কাজের চাপে তুমি আমাকে ভুলে গেছ নাকি ভালোবাসার টান এখনো আগের মতোই অটুট আছে!"

আবিদ একাধারে হতবাক ও পরম আনন্দে এশাকে বুকে জড়িয়ে ধরল। সে বুঝল, সাংসারিক যান্ত্রিকতার মাঝেও ভালোবাসার এই মায়াময় বন্ধনই মানুষের জীবনের সবচেয়ে বড় শক্তি।

~ ❖ ~

গল্প ২০

লতার প্রতি স্বামীর গোপন ইচ্ছা

দাম্পত্য খুনসুটি ও উপস্থিত বুদ্ধির এক মধুর গল্প

সকালের চায়ের কাপ হাতে অর্ণব খবরের কাগজে চোখ বোলাচ্ছিল। হঠাৎ তার স্ত্রী মিষ্টি সুরে বলে উঠল, "শোনো, তুমি আর একটা বিয়ে করো না! তুমি অফিসে গেলে আমার বড্ড একা লাগে, দুজনে মিলে গল্প করব।"

অর্ণব প্রথমে ভাবল মস্করা। কিন্তু রসিকতা করতে গিয়ে সে বলল, "তোমার বান্ধবী লতাকে তো দেখতে বেশ মিষ্টি, ওকে বিয়ে করে এনে দাও না!"

কথাটি মুখ থেকে বের হওয়ামাত্র স্ত্রীর মুখের হাসি উধাও হয়ে গেল! চোখ রক্তবর্ণ করে সে গর্জন করল, "কী! তোমার মনে মনে এই মতলব? আমি পরীক্ষা করছিলাম আর তুমি বান্ধবীকেই বেছে নিলে?"

বিপদ বুঝে অর্ণব এক মুহূর্তও দেরি না করে স্ত্রীর হাত ধরে হো হো করে হেসে উঠল—"আরে পাগলী! তোমার ফাঁদ কি আমি ধরতে পারিনি? তুমি পরীক্ষা করছিলে বলেই তো এমন উদ্ভট রসিকতা করলাম! আমার জীবনে তুমি ছাড়া অন্য কারও কি স্থান হতে পারে?"

অর্ণবের চটপটে সাফাই আর হাসিতে স্ত্রীর রাগ গলে পানি হয়ে গেল। সে খিলখিল করে হেসে অর্ণবের গায়ে কিল বসিয়ে দিল। উপস্থিত বুদ্ধি আর সামান্য রসবোধ দাম্পত্য জীবনের অনেক বড় ঝড়কেও কীভাবে মুহূর্তেই মধুর খুনসুটিতে রূপান্তর করতে পারে, এই গল্প তারই এক অনবদ্য নিদর্শন।

~ ❖ ~

গল্প ২১

অজুহাত

অজুহাতের বিষবাষ্প ও আত্মোন্নয়নের কঠিন সত্য

অফিসের বার্ষিক মূল্যায়ন টেবিলে রিফাত সাহেব কাঁচুমাচু মুখে দাঁড়িয়ে ছিলেন। গত এক বছর ধরে যে গুরুত্বপূর্ণ প্রজেক্টের ফাইল তার হাতে ছিল, তা এখনো অসম্পূর্ণ।

বস ফাইল দেখতে চাইলে রিফাত সাহেব বললেন, "স্যার, আসলে বিদ্যুৎ বিভ্রাট, পারিবারিক অসুস্থতা আর আবহাওয়ার কারণে কাজটা শেষ করা যায়নি।"

বস শান্ত দৃষ্টিতে তাকিয়ে বললেন, "রিফাত সাহেব, আপনার সহকর্মী রফিক সাহেব ডেঙ্গু নিয়ে হাসপাতালে থেকেও দায়িত্ব শেষ করেছেন। অজুহাত মানুষকে সাময়িক স্বস্তি দেয় ঠিকই, কিন্তু ধীরে ধীরে তার কর্মক্ষমতাকে পঙ্গু করে ফেলে। অজুহাত মিথ্যার চেয়েও ভয়ংকর, কারণ এটি মানুষকে নিজের চোখে ছোট করে দেয়।"

বসের সেই কথাগুলো আয়নার মতো রিফাত সাহেবের চোখের সামনে নিজের ব্যর্থতাকে তুলে ধরল। তিনি বুঝতে পারলেন, আলসেমি ঢাকতে অজুহাতের আশ্রয় নেওয়া মানে নিজের ভবিষ্যৎকে অন্ধকারের দিকে ঠেলে দেওয়া। সেদিন থেকে তিনি অজুহাত ত্যাগ করে দায়বদ্ধতার সাথে কাজ করার শপথ নিলেন।

~ ❖ ~

গল্প ২২

অজ্ঞতা ও ভয়ের উপাসনা

বিজ্ঞানের আলো ও কুসংস্কারমুক্তির গল্প

গ্রামের শেষ প্রান্তে এক প্রাচীন বটগাছের তলায় মাটির গভীর থেকে এক অদ্ভুত শব্দ উঠত—"হুঁশ... হুঁশ..."। গ্রামবাসীরা ভাবত সেখানে 'বটেশ্বর' নামক কোনো জাগ্রত অপদেবতা বাস করে। কোনো শিশু অসুস্থ হলে বা গ্রামে মহামারী দেখা দিলে সেখানে অবলা পশু বলি দেওয়া হতো।

কলকাতা থেকে বিজ্ঞান নিয়ে পড়াশোনা করা তরুণ অরুণ গ্রামে ফিরে এই অন্ধ কুসংস্কারের বিরুদ্ধে দাঁড়াল। সে গ্রামবাসীদের বাধা উপেক্ষা করে সন্ধ্যায় সেই বটগাছের তলায় গেল।

অনুসন্ধান করে অরুণ দেখল, বটগাছের শিকড়ে ঢাকা রয়েছে এক প্রাচীন পরিত্যক্ত পাতকুয়ো। বাতাস যখন কুয়োর ফাঁকফোকর দিয়ে প্রবাহিত হয়, তখনই সেই ভৌতিক শব্দের সৃষ্টি হয়। আর বলির পচা রক্ত-মাংসে জন্মানো মারাত্মক ব্যাকটেরিয়াই গ্রামে রোগ ছড়াচ্ছে।

পরদিন অরুণ গ্রামবাসীদের ডেকে কুয়োর মুখ পরিষ্কার করে সত্য উন্মোচন করল। গ্রামের মানুষ নিজেদের অজ্ঞতা বুঝতে পেরে লজ্জিত হলো। অন্ধ ভয় দূর হয়ে সে গ্রামে প্রতিষ্ঠিত হলো যুক্তিবাদ ও শিক্ষার আলো।

~ ❖ ~

দ্বিতীয় খণ্ড

বাংলার অদ্ভুত রূপকথা ও লোকগাথা

❖ ❖ ❖

হাস্যরস, লোকায়ত প্রবাদ, নীতিশিক্ষা, গ্রামীণ জীবনাচরণ এবং চুয়াডাঙ্গার বেলগাছি ও আশপাশের কিংবদন্তির ৩০টি মনোমুগ্ধকর উপাখ্যান।

গল্প ২৩

ব্যাঙের সর্দি

অতিরিক্ত উৎসাহ ও মানুষের ওষুধের অদ্ভুত বিপত্তি

গহীন অরণ্যের এক শান্ত পুকুরে বাস করত ব্যাঙের বিশাল এক পরিবার। সেই পরিবারের সবচেয়ে চঞ্চল ও হাসিখুশি সদস্য ছিল সুনীল নামের এক ছোট্ট ব্যাঙ। কিন্তু হঠাৎ করেই সুনীলের জীবনে নেমে এলো মহা মুসিবত—তার শুরু হলো একটানা কাশি!

"কফফফ... কফফফফ..."—সুনীলের কাশির চোটে পুকুরের পদ্মপাতাগুলো পর্যন্ত কাঁপতে লাগল। মা ব্যাঙ শেকড়-বাকড় খাইয়েও কাশির কোনো উপশম করতে পারল না।

এমন সময় সেখানে হাজির হলো এক বয়োবৃদ্ধ কুনো ব্যাঙ। সে গম্ভীর মুখে বলল, "আরে, এ তো মানুষের সর্দি লেগেছে! আমি মানুষের বাড়ি থেকে ওষুধ এনে দিচ্ছি।"

কুনো ব্যাঙ মানুষের শোবার ঘর থেকে এক পাতা অ্যালার্জির ওষুধ 'হিস্টাসিন' নিয়ে এলো। কিন্তু ব্যাঙেরা তো মাত্রা বোঝে না! কুনো ব্যাঙ হুকুম দিল, "সবটা এক নিশ্বাসে গিলে ফেল!"

সুনীল বাধ্য ছেলের মতো পুরো এক পাতা ট্যাবলেট একসাথে গিলে ফেলল! মুহূর্তের মধ্যে তার চোখ গোল গোল হয়ে গেল, শরীর অবশ হয়ে মাটিতে উল্টে পড়ল। কাশির বদলে তার নিশ্বাসই যেন বন্ধ হওয়ার উপক্রম!

পুকুরের সব ব্যাঙ মিলে সুনীলকে সারাদিন পানিতে চুবিয়ে চুবিয়ে কোনোমতে বমি করিয়ে ওষুধ বের করল। সুনীল সেযাত্রা প্রাণে বাঁচলেও, এরপর থেকে কাশির কথা শুনলেই সে পুকুরের অতল জলে ডুব দিত!

~ ❖ ~

গল্প ২৪

ভূতের মেকআপ

নাপিতের বুদ্ধি ও সুন্দর হওয়ার অদ্ভুত বিড়ম্বনা

একক গভীর অমাবস্যার রাতে এক মেঠো ভূতের শখ হলো মেকআপ করে সুন্দর হওয়ার! যেমন-তেমন মেকআপ নয়, একেবারে রাজকীয় রূপচর্চা। কিন্তু ভূতকে কে সাজিয়ে দেবে?

অনেক খোঁজাখুঁজির পর ভূত মাঝরাতে গ্রামের এক নাপিতের ঘরে গিয়ে তার বিকট দাঁত বের করে হাজির হলো। নাপিত ভয়ে থরথর করে কাঁপতে লাগল। কিন্তু উপায় না দেখে প্রাণের দায়ে সে ভূতকে মেকআপ করাতে রাজি হলো।

নাপিত মনে মনে ফন্দি আঁটল—এই ভূতকে এমন শিক্ষা দিতে হবে যেন সে আর কখনো মানুষের দরজায় না আসে। নাপিত ধারালো ক্ষুর দিয়ে ভূতের গালের চামড়া কিছুটা চেঁচে সেখানে এক মুঠো কাঁচা লবণ আর পোড়া শুকনো লঙ্কার গুঁড়ো ঘষে দিল!

"ওরে বাবারে! জ্বলে গেল রে!"—ভূত যন্ত্রণায় চিৎকার করে শূন্যে লাফাতে লাগল।

নাপিত মুচকি হেসে বলল, "আরে মহাশয়, সুন্দর হতে গেলে একটু কষ্ট তো সহ্য করতেই হয়! এটাই তো আসল আধুনিক রূপচর্চা!"

লবণ-মরিচের তীব্র জ্বালায় ভূত কাঁদতে কাঁদতে বনের দিকে এমন দৌড় দিল যে, জীবনে আর কোনোদিন মানুষের রূপচর্চার ছায়াও মাড়ায়নি!

~ ❖ ~

গল্প ২৫

পিঁপড়ার মুসলমানি

অজ্ঞতার কারণে অতি উৎসাহের বিড়ম্বনা

একদা এক ছোট্ট পিঁপড়া গ্রামের বালকদের খাৎনা বা মুসলমানি উৎসব দেখে উৎসাহিত হয়ে পড়ল। সে ভাবল, "আমিও তো খাঁটি হতে চাই, আমিও মুসলমানি দেব!" কিন্তু পিঁপড়াদের তো কোনো অভিজ্ঞ হাজাম বা চিকিৎসক নেই।

অনেক খোঁজাখুঁজি করে সে 'চুলচুলে' নামের এক আনাড়ি পোকাকে হাজাম হিসেবে নিয়োগ করল। চুলচুলে পোকা জীবনে কখনো এমন কাজ করেনি। সে ভাবল, কিছু একটা তো কাটতে হবে!

অন্ধের মতো সে পিঁপড়ার গুরুত্বপূর্ণ চলার একটি শক্ত অঙ্গই কেটে ফেলল! পিঁপড়া ব্যথায় চিৎকার করে উঠল—"ওরে মূর্খ, এ তুই কী করলি! আমি তো খাঁটি হতে চেয়েছিলাম, তুই তো আমার চলৎশক্তিই কেড়ে নিলি!"

চুলচুলে পোকা লজ্জায় ও ভয়ে বনের লতাপাতার আড়ালে এমন লুকাল যে আজ পর্যন্ত কোনো পিঁপড়ার সামনে আসার সাহস পায়নি। কোনো কাজ না জেনে করতে গেলে যে কী মারাত্মক ক্ষতি হয়, এই গল্প তারই এক ব্যঙ্গাত্মক শিক্ষা।

~ ❖ ~

গল্প ২৬

মশা আর পিঁপড়ার অদ্ভুত বন্ধুত্ব

অযৌক্তিক ঝুঁকি ও অপরিণামদর্শী বন্ধুত্বের পরিণতি

এক বনে এক মশা আর এক পিঁপড়ার মধ্যে ছিল গভীর বন্ধুত্ব। একদিন মশার মাথায় এক অদ্ভুত খেয়াল চাপল—সে তার ঠোঁটে মানুষের মতো লাল লিপস্টিক মাখবে! কিন্তু বনে লিপস্টিক মিলবে কোথায়?

মশা বলল, "বন্ধু পিঁপড়া, আমি তো মানুষের তাজা রক্ত খাই। আমার পেটের ভেতর রক্ত জমা আছে। তুমি তোমার ধারালো দাঁত দিয়ে আমার পেটটা একটু কেটে রক্ত বের করে দাও, আমি ঠোঁট রাঙাব!"

পিঁপড়া বলল, "কিন্তু পেট কাটলে সেলাই করবে কী দিয়ে?"

মশা বুদ্ধি দিল, "আমারই একটা পা ছিঁড়ে সুতোর মতো ব্যবহার করে সেলাই করে দিয়ো!"

পিঁপড়া তার কথা অনুযায়ী পেট কেটে রক্ত বের করে মশার ঠোঁটে দিল। তারপর সেলাই করতে গিয়ে মশার একটি একটি করে সব কটি পা-ই কেটে ফেলল! শেষমেশ রক্তক্ষরণ ও পা হারানোর ব্যথায় মশাটা ঢলে পড়ে মারা গেল।

পিঁপড়া দুঃখে কাঁদতে লাগল। বন্ধুকে সাহায্য করতে গিয়ে অতিরিক্ত উৎসাহ ও অবিবেচক ঝুঁকি যে কত বড় বিপর্যয় ডেকে আনে, মশার পরিণতি ছিল তারই এক চরম দৃষ্টান্ত।

~ ❖ ~

গল্প ২৭

বুদ্ধিমান মোরগ ও বোকা শিয়াল

উপস্থিত বুদ্ধি ও চতুরতার কাছে হিংস্রতার হার

একক খামারের রাজকীয় লাল ঝুঁটিওয়ালা এক মোরগ বাস করত। বেশ কিছুদিন ধরে মোরগটি দুঃস্বপ্ন দেখছিল যে এক ধূর্ত শিয়াল তাকে মুখে করে নিয়ে যাচ্ছে। ভয়ের চোটে সে খোপ ছেড়ে বের হওয়াই বন্ধ করে দিল।

তার বুদ্ধিমতী ছোট স্ত্রী তাকে সাহস দিয়ে বলল, "স্বামী, এভাবে ঘরের কোণে লুকিয়ে থাকলে জীবন চলবে না। সৃষ্টিকর্তার ওপর ভরসা রেখে বুদ্ধি খাটিয়ে চলো।"

স্ত্রীর কথায় সাহস পেয়ে মোরগটি যেই না বাইরে এলো, অমনি সামনে এসে দাঁড়াল সেই রক্তপিপাসু শিয়াল! মোরগের কলিজা শুকিয়ে গেলেও সে মাথা ঠান্ডা রাখল। সে শিয়ালকে দেখে খিলখিল করে হাসতে লাগল।

শিয়াল অবাক হয়ে বলল, "তুই মরার মুখে দাঁড়িয়ে হাসছিস কেন?"

মোরগ বলল, "আরে শিয়াল ভাই, তুমি বুঝি খবর পাওনি? বনদেবতা আজ ঘোষণা করেছেন সব শিয়ালের লেজ খাঁটি সোনা হয়ে যাবে! আমি তো তোমার লেজের দিকে তাকিয়ে দেখছি, সত্যি সত্যি সোনার দ্যুতি ছড়াচ্ছে কিনা!"

সোনার লেজের লোভে শিয়াল যেই না নিজের লেজ দেখার জন্য শরীর বাঁকিয়ে পিছন ফিরল, অমনি মোরগ এক বিশাল লাফ দিয়ে গাছের মগডালে গিয়ে বসল! শিয়াল নিচে দাঁড়িয়ে নিজের বোকামির জন্য আফসোস করতে লাগল। বিপদে মাথা ঠান্ডা রাখলে অতি ধূর্ত শত্রুকেও ঘায়েল করা যায়।

~ ❖ ~

গল্প ২৮

ব্যাঙের বিয়ে বিপত্তি

সমাজ সংস্কারের জটিলতা ও অবিচল বাস্তবতার গল্প

মানুষের সুন্দর নিয়মমাফিক বিয়ের অনুষ্ঠান দেখে এক চিন্তাশীল ব্যাঙের মনে হলো—"আমাদের ব্যাঙ সমাজে এমন মারামারি আর বিশৃঙ্খল মিলন না হয়ে যদি আনুষ্ঠানিক বিয়ের প্রথা চালু হতো, তবে কতই না সুন্দর হতো!"

সে সব ব্যাঙদের ডেকে এক মহা সভার আয়োজন করল এবং নিয়মশৃঙ্খলার গুরুত্ব বোঝাল। এক বুড়ো ব্যাঙ গম্ভীর হয়ে বলল, "তুমি যেহেতু এত বড় সমাজ সংস্কারক, তবে তুমিই আগে নিয়ম মেনে বিয়ে করে দেখাও!"

সংস্কারক ব্যাঙটি রাজি হলো। কিন্তু সমস্যা হলো, সমাজের কোনো ব্যাঙই তাদের কন্যাকে এই নিয়মে বিয়ে দিতে চাইল না। তারা বলল, "আমরা বাপ-দাদার আমলের অবাধ লাফঝাঁপের প্রথাই ভালো জানি!"

বর্ষা আসতেই আবার শুরু হলো ব্যাঙদের সেই উন্মত্ত হুড়োহুড়ি আর হট্টগোল। চিন্তাশীল ব্যাঙটি পদ্মপাতায় বসে দীর্ঘশ্বাস ফেলে ভাবল—যুগ যুগ ধরে চলে আসা অন্ধ অভ্যাস পরিবর্তন করা মুখের কথা নয়, তার জন্য প্রয়োজন গভীর বোধ ও সম্মিলিত চেতনার জাগরণ।

~ ❖ ~

গল্প ২৯

ভূতের বেগার

পরিশ্রমের শূন্য প্রতিদান ও এক অদ্ভুত অভিজ্ঞতা

শ্রাবণের কাঠফাটা রোদে আসগর আলী কাজের খোঁজে ঘুরছিল। ঘরে ক্ষুধার্ত স্ত্রী-সন্তান। হঠাৎ গ্রামের শেষ প্রান্তের বটতলায় এক শান্ত সৌম্যদর্শন বৃদ্ধের সাথে দেখা হলো। বৃদ্ধ বললেন, "আমার অনাবাদি জমিটা আজ সারাদিন কুপিয়ে দাও, সন্ধ্যায় মোড়ের দোকানে গেলে আমার নাম 'ফজলু মিয়া' বললেই তোমার দ্বিগুণ পারিশ্রমিক পেয়ে যাবে।"

আসগর আশার আলো দেখে সারাদিন রোদে পুড়ে রক্ত পানি করে জমি চাষ করল। সন্ধ্যায় তৃষ্ণার্ত ও ক্লান্ত শরীরে সে মোড়ের দোকানে গিয়ে ফজলু মিয়ার খোঁজ করল।

দোকানদার হতবাক হয়ে বললেন, "কী বলছেন ভাই! ফজলু মিয়া তো পাঁচ বছর আগে ওই জমিতেই কাজ করতে গিয়ে মারা গেছেন! সেই থেকে জমিটা পরিত্যক্ত পড়ে আছে।"

আসগরের পায়ের তলার মাটি যেন সরে গেল! সে সারাদিন ধরে এক পরলোকগত আত্মার জমিতে বেগার খেটেছে! ক্ষুধার জ্বালায় ও বুকভাঙা হতাশায় সে বুঝতে পারল—লোভ ও অসচেতনতায় মানুষ কীভাবে শূন্যতার পেছনে ছুটে নিজের শ্রমকে ব্যর্থ করে দেয়।

~ ❖ ~

গল্প ৩০

টাকা বিভ্রাট

লোভের মরীচিকা ও এক ব্যবসায়ীর শিক্ষা

ঢাকার এক ধনাঢ্য ব্যবসায়ী সামির সাহেব দশতলার বারান্দায় দাঁড়িয়ে নিচে রাস্তার দিকে তাকিয়েছিলেন। হঠাৎ তার চোখে পড়ল রাস্তায় চকচক করছে একটি মুদ্রা—বোধহয় পঁচিশ পয়সা!

সাধারণত তিনি এসব তুচ্ছ জিনিসে নজর দেন না, কিন্তু আজ কী মনে করে তিনি দ্রুত লিফটে নামতে লাগলেন। পাঁচতলায় এসে লিফট থামতেই নিচে দেখলেন আরে না, ওটা তো পঞ্চাশ পয়সার কয়েন! লোভ আরও বাড়ল।

দ্বিতীয় তলায় আসতেই মনে হলো ওটা রীতিমতো পাঁচ টাকার কয়েন! তিনি লিফট ছেড়ে সিঁড়ি দিয়ে উন্মত্তের মতো দৌড়ে নিচে নামলেন।

হাঁপাতে হাঁপাতে রাস্তায় ঝুঁকে উজ্জ্বল বস্তুটি হাতে তুলে নিতেই তার মুখের রক্ত উবে গেল! ওটি কোনো টাকা বা পয়সা ছিল না—ছিল রোদে জ্বলজ্বল করা একটি ফেলে দেওয়া ড্রাইসেল ব্যাটারির চ্যাপ্টা ঢাকনা!

সামির সাহেব লজ্জায় ও ক্ষোভে নিজের দিকে তাকালেন। কোটি টাকার মালিক হয়েও সামান্য পাঁচ টাকার মোহে তিনি যেভাবে দশতলা থেকে নেমে এলেন, তা তাকে জীবনের এক বড় শিক্ষা দিল—লোভ মানুষকে অন্ধ ও হাস্যকর করে তোলে।

~ ❖ ~

গল্প ৩১

ঋষি ও চাষির বৃষ্টির রহস্য

প্রকৃতির সংকেত ও প্রজ্ঞার পরম শিক্ষা

একদা অনাবৃষ্টির দিনে এক সরল কৃষক ভবিষ্যৎ জানার জন্য বনের এক সিদ্ধ ঋষির কাছে গেল। ঋষি চোখ খুলে শুধু তিনটি শব্দ বললেন—"বেনা তলে তলে।"

কৃষক ভাবল, প্রচুর বৃষ্টি হয়ে পানি মাটির গভীরে বেনা ঘাসের শিকড়ে যাবে। সে বেশি পানির ফসল রোপণ করল। কিন্তু এক ফোঁটাও বৃষ্টি হলো না, ফসল শুকিয়ে খাক হয়ে গেল।

দ্বিতীয়বার ঋষির কাছে গেলে ঋষি আবার বললেন—"বেনা তলে তলে।" কৃষক এবার ভাবল মোটেও বৃষ্টি হবে না, সে খরা মৌসুমের ফসল বুনল। অথচ সেদিনই আকাশ ভেঙে মুষলধারে বন্যা হয়ে সব ফসল পচে গেল!

হতাশ কৃষক কেঁদে ঋষির পায়ে পড়ল। ঋষি বুঝিয়ে বললেন, "বৎস, আমি তো ভবিষ্যৎবাণী করিনি, প্রকৃতির ভাষা পড়তে বলেছিলাম। যখন বেনা ঘাসের শিকড় পানির খোঁজে মাটির গভীরে যায়, তখন বৃষ্টি কম হয়। আর যখন শিকড় মাটির ওপরেই ভাসে, তখন বুঝবে বৃষ্টি বেশি হবে।" কৃষক বুঝতে পারল, অলৌকিক ভবিষ্যৎবাণীর চেয়ে প্রকৃতির বাস্তব নিয়ম ও বিজ্ঞান অনুধাবন করাই শ্রেয়।

~ ❖ ~

গল্প ৩২

ষাঁড় ও বলদের গল্প

অহংকারী তেজ বনাম অভিজ্ঞতার শান্ত শক্তি

একক খামারে বাস করত এক তেজস্বী তরুণ ষাঁড় আর এক শান্ত বয়স্ক বলদ। ষাঁড়টি তার শারীরিক শক্তির অহংকারে বলদকে উপহাস করত—"তুই কুঁড়ের মতো আস্তে কাজ করিস, আমি এক দৌড়েই সব জমি চষে ফেলব!"

বলদ মৃদু হেসে বলল, "ধৈর্যই কাজের আসল শক্তি।"

জমিতে নেমে ষাঁড়টি উন্মত্তের মতো দৌড়ে জমি চাষ করতে লাগল। কিন্তু দ্রুতই সে হাঁপিয়ে পড়ল এবং এক উঁচু আইল পার হতে গিয়ে শরীরের ভারসাম্য হারিয়ে আটকে গেল। সে আর নড়তেই পারছিল না।

অন্যদিকে বলদটি স্থির ছন্দে সারাদিন নিরবচ্ছিন্নভাবে কাজ করে সমস্ত জমি চাষ শেষ করল এবং ফিরে এসে অসহায় ষাঁড়টিকে উদ্ধার করল। সেদিন ষাঁড়টির সমস্ত দম্ভ চূর্ণ হলো। সে বুঝল, ক্ষণিকের আস্ফালনের চেয়ে দীর্ঘস্থায়ী ধৈর্য ও শৃঙ্খলাই জীবনের পরম শক্তি।

~ ❖ ~

গল্প ৩৩

বাকের আলীর ভালো গল্প

মুখের কথার নিয়ন্ত্রণ ও সমাজ শান্তির বার্তা

গ্রামের বাকের আলী অত্যন্ত নামাজি, দানশীল ও পরোপকারী মানুষ ছিলেন। কিন্তু তার একটি মারাত্মক দোষ ছিল—যেখানে যা শুনতেন, তা যাচাই না করে অন্যের কাছে বলে বেড়াতেন। এর ফলে গ্রামে একের পর এক ভুল বোঝাবুঝি, পারিবারিক অশান্তি ও কলহ লেগেই থাকত।

গ্রামের নতুন ইমাম সাহেব বাকের আলীকে ডেকে একটি পরীক্ষা দিলেন—"বাকের ভাই, আগামী এক সপ্তাহ আপনি যা যা শুনবেন, তা কাউকে না বলে একটি খাতায় লিখে রাখবেন।"

সপ্তাহ শেষে দেখা গেল, খাতায় লেখা বিশটি গুজবের মধ্যে আঠারোটিই ছিল চরম মিথ্যা ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারী! বাকের আলী লজ্জায় ও অনুশোচনায় কেঁদে ফেললেন।

তিনি রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর সেই অমর বাণী হৃদয়ে ধারণ করলেন—"যে ব্যক্তি আল্লাহ ও পরকালের প্রতি ঈমান রাখে, সে যেন ভালো কথা বলে অথবা চুপ থাকে।" এরপর থেকে বাকের আলী কথার লাগাম টানলেন এবং সমাজে শান্তি ফিরে এলো।

~ ❖ ~

গল্প ৩৪

জীবন ঘুড়ি

স্রষ্টার নিয়ন্ত্রণ ও মানুষের কর্মের ভারসাম্য

একটি অস্থির যুবক এক জ্ঞানী বুজুর্গের কাছে এসে বলল, "হুজুর, আমার জীবনটা যেন থমকে আছে। আমি অনেক উঁচুতে উড়তে চাই, কিন্তু কোনো অদৃশ্য শক্তি আমাকে আটকে রাখে।"

বুজুর্গ আকাশে উড়তে থাকা একটি রঙিন ঘুড়ির দিকে নির্দেশ করে বললেন, "ঘুড়িটি বাতাসে উড়ছে ঠিকই, কিন্তু তার সুতো আর নাটাই রয়েছে ওই যুবকের হাতে। ঘুড়ির মালিক যখন সুতো ছেড়ে দেয়, তখন সে উপরে ওঠে; আবার যখন ঝড় আসে, তখন সে সুতো টেনে ধরে যেন ঘুড়িটি ছিঁড়ে না যায়।"

"মানুষের জীবনের নাটাইও পরম করুণাময় আল্লাহর হাতে। তিনি যখন উপযুক্ত সময় দেখেন, তখন মানুষকে উন্নতির আকাশ ছুঁতে দেন; আবার যখন অহংকার বা ধ্বংসের শঙ্কা দেখেন, তখন জীবনের রাশ টেনে ধরেন।"

যুবক বুঝতে পারল, মানুষের দায়িত্ব হলো সর্বোচ্চ সততা ও নিষ্ঠা দিয়ে চেষ্টা চালিয়ে যাওয়া, আর ফলাফলের নিয়ন্ত্রণ পরম স্রষ্টার ওপর সমর্পণ করে অন্তরে শান্তি বজায় রাখা।

~ ❖ ~

গল্প ৩৫

চাল নাই তো আবার চুলা

চরম অভাবের মাঝেও অদম্য আশা ও প্রস্তুতির গল্প

আষাঢ়ের অবিশ্রান্ত বৃষ্টিতে ভাঙা টিনের চালার নিচে বসে মর্জিনা বিবি নতুন মাটির চুলা লেপছিল। ঘরে দুদিন ধরে চালের হাঁড়িতে এক দানা ভাত নেই, পেটে তীব্র ক্ষুধা।

প্রতিবেশী রহিমা এসে উপহাস করল, "চাল নেই ঘরে, আবার নতুন চুলা সাজিয়ে বসে আছ কেন?"

মর্জিনা বিবি আত্মবিশ্বাসের সাথে হাসল—"চাল আজ নেই ঠিকই, কিন্তু আল্লাহর রহমতে কাল তো আসবে! চাল যখন আসবে, তখন যেন রান্না চড়াতে এক মুহূর্তও দেরি না হয়, তাই চুলাটা আগে থেকেই প্রস্তুত রাখছি।"

মর্জিনার এই অটল বিশ্বাস ও আশাবাদ কেবল পাগলামি ছিল না, এটি ছিল প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে লড়াই করার এক অপরাজেয় মানসিক শক্তি। পরদিন সত্যিই গ্রামের এক বিত্তবান ব্যক্তি মর্জিনার সততায় মুগ্ধ হয়ে এক বস্তা চাল ও খাদ্যসামগ্রী পৌঁছে দিল। আশা আর প্রস্তুতিই যে ভাগ্যের দ্বার খুলে দেয়, মর্জিনা তা প্রমাণ করল।

~ ❖ ~

গল্প ৩৬

তুষের আগুন

বার্ধক্যের নিঃসঙ্গতা ও প্রচ্ছন্ন বেদনার আখ্যান

বাইরে থেকে দেখলে শামসুর রহমান সাহেবকে দারুণ সুখী মনে হয়। অফিসে সদা হাস্যোজ্জ্বল, পরিপাটি। কিন্তু দিনের শেষে ফ্ল্যাটের বন্ধ দরজার ভেতরে ঢুকতেই তার ভেতরের দীর্ঘশ্বাস ঘরের চার দেয়ালে আছড়ে পড়ে।

স্ত্রী গত হয়েছেন পাঁচ বছর আগে। একমাত্র সন্তান বিদেশে গিয়ে নিজের বিলাসী জীবনে ব্যস্ত, বাবার সাথে কথা বলার মতো দশটি মিনিট সময়ও তার নেই।

বুকে জমে থাকা নিঃসঙ্গতা, শারীরিক বার্ধক্য আর অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তা যেন শামসুর রহমানের অন্তরে তুষের আগুনের মতো ধিকিধিকি জ্বলছে। যে আগুন দাউদাউ করে জ্বলেও না, আবার কখনো নিভেও যায় না। সমাজের অজস্র প্রবীণ মানুষের এই নীরব আত্মদহন ও একাকীত্ব বর্তমান যান্ত্রিক সভ্যতার এক করুণ বাস্তবতা।

~ ❖ ~

গল্প ৩৭

নুন আনতে পান্তা ফুরায়

দরিদ্রের বেঁচে থাকার অবিরাম লড়াই

রহিম মাঝি নদীর বুকে জাল ফেলে দিনাতিপাত করে। ঘরে নুন নেই বলে স্ত্রী টাকা চাইলে রহিম নদীতে জাল ফেলতে যায়।

সকাল থেকে জাল ফেলে কোনো মাছ মিলল না। দুপুরে জালে উঠল এক ছোট্ট শামুক। তা বিক্রি করে যে কটা পয়সা এলো, বাজারে গিয়ে দেখল লবণের দাম বেড়ে গেছে, ওই পয়সায় কুলোবে না। আবার জাল ফেলে পেল ভাঙা কলসি, তারপর এক পুরোনো ছেঁড়া জুতো।

রহিমের চোখে জল এসে গেল। প্রবাদের মতো সত্যি—নুন জোগাড় করতেই জীবনের সমস্ত সঞ্চয় ও পান্তা ফুরিয়ে যায়। তবুও পরদিন ভোরে রহিম আবার নদীর বুকে জাল নিয়ে নামে। এই হার না মানা জীবনযুদ্ধই সাধারণ মেহনতী মানুষের বেঁচে থাকার মূল শক্তি।

~ ❖ ~

গল্প ৩৮

ঐতিহ্য ও কুসংস্কার

অন্ধ বিশ্বাসের বেড়াজাল ভেঙে যুক্তির জয়

ব্যবসায়ী আবির সাহেব বহু প্রতীক্ষিত এক বড় চুক্তিতে স্বাক্ষর করতে যাচ্ছিলেন। কিন্তু সদর দরজায় পা রাখতেই একটি কালো বিড়াল তার পথ কেটে গেল।

ছোটবেলার শোনা কুসংস্কারের ভয়ে তিনি যাত্রা বাতিল করে ঘরে ফিরে এলেন। ফলস্বরূপ, তার প্রতিদ্বন্দ্বী কোম্পানি কোটি টাকার সেই কাজের চুক্তি হাতিয়ে নিল।

সন্ধ্যায় স্ত্রীর সান্ত্বনা ও তিরস্কারে আবির সাহেবের ভুল ভাঙল। তিনি বুঝলেন, এক নিরীহ অবলা প্রাণী কখনো মানুষের ভাগ্যের নিয়ন্তা হতে পারে না। কুসংস্কার মানুষকে ভীরু ও পশ্চাৎপদ করে তোলে; পরিশ্রম ও সৎ সিদ্ধান্তই সাফল্যের একমাত্র ভিত্তি।

~ ❖ ~

গল্প ৩৯

সাপের পঞ্চম পা: মাধবের আশ্চর্য যাত্রা

কর্মের আনন্দ বনাম সম্পদের মোহ

রামগড়ের দক্ষ কামার মাধব বন্যায় কর্মহীন হয়ে নতুন কাজের খোঁজে শ্যামনগরে যাচ্ছিল। ক্লান্ত হয়ে এক বিশাল অশ্বত্থ গাছের তলায় বসতেই সে দেখল এক আশ্চর্য সবুজ সাপ, যার পেটের কাছে স্পষ্ট পাঁচটি ছোট পা!

লোকমুখে প্রচলিত ছিল—সাপের পাঁচ পা দেখলে মানুষের সৌভাগ্য খোলে। মাধব সেই সাপের পিছু নিয়ে গাছের ফোকর থেকে এক অমূল্য 'চন্দ্রকান্ত মণি' উদ্ধার করল।

মণি বিক্রি করে মাধব রাতারাতি অগাধ ধনসম্পদ ও সম্মানের মালিক হলো। বিশাল কারখানা গড়ল, দাস-দাসী রাখল। কিন্তু কিছুদিন যেতেই মাধবের অন্তর খাঁ খাঁ করতে লাগল। নিজে হাতুড়ি পিটিয়ে লোহাকে রূপ দেওয়ার যে অনাবিল সৃষ্টিসুখ ছিল, তা কেবল হুকুম দেওয়ার মাঝে নেই।

মাধব আবার হাতুড়ি হাতে তুলে নিল, নিজের হাতে লোহার অপরূপ শিল্পকর্ম সৃষ্টি করতে লাগল। সে বুঝল—সাপের পঞ্চম পা তাকে অলৌকিক সম্পদ দেয়নি, বরং কর্মের ভেতর যে পরম আনন্দ ও আত্মমর্যাদা লুকিয়ে আছে, সেই চিরন্তন সত্যের সন্ধান দিয়েছে।

~ ❖ ~

গল্প ৪০

আলোর পথের যাত্রী

সত্যের অবিনশ্বর দ্যুতি ও অপপ্রচারের পরাজয়

একক সাধক পুরুষ মানুষকে সত্য ও ন্যায়ের পথে আহ্বান জানাচ্ছিলেন। তাঁর আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে দলে দলে মানুষ অন্ধকার পথ ছেড়ে আলোর পথে ফিরে আসছিল।

কিন্তু কিছু স্বার্থান্বেষী মানুষ সাধকের বিরুদ্ধে জঘন্য অপপ্রচার শুরু করল—"তিনি মুখে যা বলেন, কাজে তা করেন না!"

এক জনসভায় এক ব্যক্তি সাধককে সরাসরি এ বিষয়ে প্রশ্ন করলে সাধক স্মিত হেসে বললেন, "আমার জীবন এক উন্মুক্ত কিতাব। সূর্যকে কি কখনো ধূলিবালি ছিটিয়ে আড়াল করা যায়? সত্যের আলো কখনো অপপ্রচারের মেঘে চিরতরে ঢেকে থাকে না। অন্ধ সমালোচনায় কান না দিয়ে নিজের বিবেক দিয়ে সত্যকে প্রত্যক্ষ করো।" সাধকের সততা ও নিষ্কলুষ জীবনই অপপ্রচারের দাঁতভাঙা জবাব হয়ে রইল।

~ ❖ ~

গল্প ৪১

কামরুক কামাখ্যার মায়াবী ভূমি

জাদুবিদ্যা বনাম মনের গভীরতম আধ্যাত্মিক শক্তি

সুলতান আহমেদ ছোটবেলা থেকে শুনে আসা কামরুক কামাখ্যার রহস্য অনুসন্ধানে সেখানে যাত্রা করল। সেখানে গিয়ে সে দেখল প্রকৃতির এক অপূর্ব মায়াময় রূপ এবং মানুষের একাগ্র মনের বিচিত্র শক্তি।

এক তান্ত্রিক গুরু বিক্রম তাকে শেখালেন—জাদু কোনো শয়তানি ভেলকিবাজি নয়; এটি হলো মানুষের মনের গভীরতম একাগ্রতা ও প্রকৃতির সাথে আত্মার নিখুঁত সংযোগ। গুরুর শর্ত ছিল—এই শক্তি কখনো কোনো জীবের ক্ষতি বা স্বার্থপর কাজে ব্যবহার করা যাবে না।

সুলতান বুঝতে পারল, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সবচেয়ে বড় জাদু হলো মানবপ্রেম, অহিংসা ও অন্তরের পবিত্রতা। সে এক আলোকিত মন নিয়ে স্বদেশে ফিরে এলো।

~ ❖ ~

গল্প ৪২

কাঠের বিড়াল

উপায় যাই হোক, কার্যসিদ্ধিই আসল

মীর সাহেবের পুরোনো জমিদারবাড়ি ইঁদুরের উৎপাতে ধ্বংসের মুখে পড়েছিল। কোনো ফাঁদ বা বিষেই কাজ হচ্ছিল না।

অবশেষে এক বৃদ্ধ কারিগরের কাছ থেকে তিনি একটি অদ্ভুত 'কাঠের বিড়াল' কিনে আনলেন। বৃদ্ধ বললেন, "উপায় যাই হোক, কার্যসিদ্ধি হলেই হলো।"

রাতে দেখা গেল, সেই কাঠের বিড়াল থেকে নির্গত অদৃশ্য শব্দতরঙ্গে বিভ্রান্ত হয়ে সব ইঁদুর বাড়ি ছেড়ে পালিয়ে গেল! মীর সাহেব বুঝলেন, জীবনের জটিল সমস্যা সমাধানে কখনো কখনো অপ্রচলিত ও অভিনব কৌশলের প্রয়োজন হয়।

~ ❖ ~

গল্প ৪৩

দর্পচূর্ণ

স্বৈরাচারী রাজার অহংকারের পতন ও প্রকৃতির বিচার

প্রতাপশালী রাজা রুদ্রদেবের দম্ভ ছিল আকাশছোঁয়া। তিনি প্রজাদের ওপর অমানবিক অত্যাচার চালিয়ে পৃথিবীর উচ্চতম মন্দির গড়ার নির্দেশ দিলেন।

গ্রামের এক প্রবীণ জ্ঞানবতী নারী শান্তিদেবী রাজাকে সতর্ক করলেন—"প্রজাদের অশ্রুর ওপর যে মন্দিরের ভিত্তি, তা ঈশ্বরের আশীর্বাদ পাবে না; অহংকারের পতন অনিবার্য।"

অহংকারী রাজা বৃদ্ধাকে তাড়িয়ে দিলেন। কিন্তু মন্দির সমাপ্তির দিনই এক প্রলয়ংকরী ঘূর্ণিঝড় ও বন্যায় মন্দিরের বিশাল চূড়া ভেঙে ধূলিসাৎ হয়ে গেল। নিজের অহংকারের ধ্বংসস্তূপ দেখে রাজার চৈতন্যোদয় হলো। তিনি শান্তিদেবীর কাছে ক্ষমা চেয়ে প্রজাকল্যাণে নিজেকে উৎসর্গ করলেন।

~ ❖ ~

গল্প ৪৪

অকর্মা নাপিতের ধামা ভরা ক্ষুর

যোগ্যতাহীন মানুষের ফাঁকা আওয়াজের পরিণতি

আজগর নাপিতের দোকানে ঢুকলেই শোনা যেত তার অসীম আত্মপ্রশংসা। সে ধামাভর্তি ডজনখানেক ভোঁতা ও মরচে ধরা ক্ষুর সাজিয়ে রেখে নিজেকে দুনিয়ার সেরা কারিগর দাবি করত।

একদিন শহরের প্রভাবশালী এক ধনী ব্যক্তি চুল কাটতে এলে আজগর বড়াই করে কাঁচি চালাতে গিয়ে তাঁর কানের একপাশ কেটে ফেলল! ব্যথায় আর্তনাদ করে ভদ্রলোক আজগরের ভণ্ডামি সবার সামনে ফাঁস করে দিলেন।

সেদিন থেকে মানুষ বুঝল—যাদের যোগ্যতা কম, তারাই ঢাকঢোল বেশি পেটায়। খালি কলসির আওয়াজ বেশি হলেও তা কখনো তৃষ্ণা মেটাতে পারে না।

~ ❖ ~

গল্প ৪৫

অলস লোকের তিন গুণ

আরামপ্রিয় তিন বন্ধুর হাস্যকর উপাখ্যান

অলসপুর গ্রামের তিন পরম অলস বন্ধু—আকাশ, বাতাস ও প্রকাশ। তাদের জীবনের মূল মন্ত্র ছিল কর্মহীন আরাম। তাদের ছিল তিনটি ঐতিহাসিক গুণ: ১. **দানবীয় আহার:** খাওয়ার টেবিলে বসলে অন্যের জন্য কিছুই অবশিষ্ট থাকত না। ২. **অকারণ ক্রোধ:** সামান্য কাজের কথা বললেই তেলেবেগুনে জ্বলে ওঠা। ৩. **কুম্ভকর্ণের নিদ্রা:** ঢোল-সানাই বাজালেও তাদের ঘুম ভাঙত না।

গ্রামের মানুষ তাদের এই অদ্ভুত গুণ নিয়ে কৌতুক করলেও তিন বন্ধু তাতে গর্ববোধ করত! কর্মবিমুখ অলস মানুষের জীবন কীভাবে সমাজের বোঝা হয়ে দাঁড়ায়, গল্পটি তারই এক নিখাদ হাসির চিত্র।

~ ❖ ~

গল্প ৪৬

গাছে কাঁঠাল, গোঁফে তেল

অসমাপ্ত প্রাপ্তির কল্পনায় বিভোর হওয়ার শিক্ষা

গাছে থোকা থোকা পাকা কাঁঠাল দেখে গ্রামের আকবর আলি ও তার যুবকের দল আগেভাগেই গোঁফে ও হাতে খাঁটি নারকেল তেল মেখে নিল, যাতে কাঁঠালের আঠা না লাগে। সবাই মনে মনে কাঁঠালের মিষ্টি স্বাদ উপভোগ করতে শুরু করল।

কিন্তু গাছে উঠে বড় কাঁঠালটি কাটতেই হাত ফসকে তা নিচে পাথরের ওপর পড়ে শতখণ্ড হয়ে ছড়িয়ে গেল!

মাটিতে দাঁড়িয়ে সবাই তেলমাখা গোঁফ মুছে একে অপরের দিকে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইল। কোনো কিছু অর্জিত হওয়ার আগেই বাড়াবাড়ি আনন্দ ও পরিকল্পনা করলে যে চরম হতাশা নেমে আসে, এই লোকগাথা তারই জীবন্ত দলিল।

~ ❖ ~

গল্প ৪৭

অশ্বডিম্বের সন্ধানে

অসম্ভবের পেছনে ছুটার রাজকীয় বোকামি

একে খেয়ালী রাজা মন্ত্রীর কথায় উত্তেজিত হয়ে ঘোষণা করলেন—যে তাঁকে 'অশ্বডিম্ব' বা ঘোড়ার ডিম এনে দিতে পারবে, তাকে অর্ধেক রাজত্ব দেওয়া হবে।

সারা রাজ্যের বিজ্ঞানী, জ্যোতিষী ও শিকারীরা বনে-জঙ্গলে ঘুরে ক্লান্ত হয়ে ফিরে এলো। রাজা রেগে মন্ত্রীকে শাস্তি দিতে চাইলে মন্ত্রী হেসে বললেন—"মহারাজ, যে বস্তুর অস্তিত্বই নেই, তার পেছনে সারা রাজত্ব ছুটিয়ে আপনি নিজেই এক ঐতিহাসিক অশ্বডিম্ব তৈরি করেছেন!"

রাজা নিজের মূর্খতা বুঝতে পেরে হো হো করে হেসে উঠলেন। বাগধারা বা অবাস্তব কল্পনার পেছনে না ছুটে বাস্তব সত্যকে গ্রহণ করাই প্রজ্ঞার লক্ষণ।

~ ❖ ~

গল্প ৪৮

হাঁটুর ফাঁদ

রূপের ছলনা ও পাপের অবশ্যম্ভাবী পরিণতি

কুটিল স্বভাবের রূপবতী রমা তার মোহনীয় রূপের ফাঁদে ফেলে গ্রামের ধনী পুরুষদের সর্বনাশ করত। সে ধনকুবের অর্জুনকে প্রেমের জালে জড়িয়ে মাদক খাইয়ে অপহরণ করে তার পরিবারের সমস্ত সম্পদ লুটে নিয়ে তাকে হত্যা করল।

কিন্তু পাপের কলসি একসময় পূর্ণ হয়। গ্রামের যুবকেরা ঐক্যবদ্ধ হয়ে রমার গোপন আস্তানা ঘেরাও করে তাকে বিচারের মুখোমুখি করল। তার সমস্ত অবৈধ সম্পদ বাজেয়াপ্ত করে নিঃস্ব করা হলো। বাহ্যিক রূপ ক্ষণিকের, কিন্তু অন্তরের কুটিলতা মানুষকে চিরতরে ধ্বংসের অতলে ডুবিয়ে দেয়।

~ ❖ ~

গল্প ৪৯

বেলগাছির অলৌকিক খাল

বিশ্বাস, বরকত ও মানুষের লোভের ট্র্যাজেডি

চুয়াডাঙ্গার আলমডাঙ্গা থানার শান্ত গ্রাম বেলগাছি। এই গ্রামের পাশ দিয়ে বয়ে চলা খালে একসময় অলৌকিক বরকত ছিল। গ্রামের দরিদ্র মানুষ বিয়ে বা সামাজিক অনুষ্ঠানের আগে খালের পাড়ে গিয়ে নিবেদন করলে খালের তলদেশ থেকে চকচকে কাঁসা ও পিতলের থালা-বাসন ভেসে উঠত!

নিয়ম ছিল—অনুষ্ঠান শেষে ব্যবহৃত বাসনের সাথে নিজের তরফ থেকে একটি বাসন অতিরিক্ত দিয়ে খালে ফিরিয়ে দেওয়া।

একবার রতন নামের এক লোভী লোক নিজের মেয়ের বিয়ের পর দুটি বাসন কম ফেরত দিল। সাথে সাথে খালের জল গর্জন করে উঠল, বাসনগুলো তলিয়ে গেল এবং এরপর থেকে কোনোদিন আর অলৌকিক বাসন ভেসে ওঠেনি। মানুষের অকৃতজ্ঞতা ও লোভ কীভাবে প্রকৃতির আশীর্বাদকে নিঃশেষ করে দেয়, বেলগাছির খাল আজও সেই সাক্ষ্য বহন করে।

~ ❖ ~

গল্প ৫০

বড় পুকুরের বেদনা

অতীতের কুসংস্কার ও এক মায়ের অশ্রুর ইতিহাস

বেলগাছি গ্রামের পশ্চিম প্রান্তে অবস্থিত বিশালাকার 'বড় পুকুর'। বহু বছর আগে এই পুকুর খনন করার সময় বিশ ফুট গভীর করা সত্ত্বেও পানির দেখা মিলছিল না।

গ্রামের মোড়লরা অন্ধ কুসংস্কারে আচ্ছন্ন হয়ে এক অসহায় বিধবার একমাত্র নিষ্পাপ শিশুকে গভীর রাতে পুকুরের গর্তে বলি দিল। সকালে পুকুর পানিতে টইটম্বুর হয়ে গেল বটে, কিন্তু সেই জলের নিচে চাপা পড়ে রইল এক নিষ্পাপ প্রাণ ও মায়ের অনন্ত হাহাকার।

আজও অমাবস্যার রাতে বড় পুকুরের পাড়ে কান পাতলে বাতাসের সাথে এক মাতৃহারা শিশুর ক্রন্দনধ্বনি ভেসে আসে। অন্ধ কুসংস্কারের রক্তমাখা ইতিহাস কখনো মুছে যায় না।

~ ❖ ~

গল্প ৫১

কুবের ঠাকুরের অন্তর্ধান রহস্য

খোলা চালার ঘর ও বাউল সাধকের অলৌকিক মহাপ্রয়াণ

চুয়াডাঙ্গার ফরিদপুর গ্রামের গোলবাগানে বাস করতেন সাধক বাউল কুবের ঠাকুর। তাঁর দোচালা খড়ের ঘরের চালার ওপর কোনো ছাউনি ছিল না, তবুও যত ঝড়-বৃষ্টিই আসুক না কেন, ঘরের ভেতর এক ফোঁটা পানিও পড়ত না!

একদিন কুবের ঠাকুর ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করলেন। দিনের পর দিন কোনো সাড়াশব্দ না পেয়ে ভক্তরা দরজা ভেঙে ভেতরে ঢুকল।

কিন্তু ঘরের ভেতরে কেউ ছিল না! মেঝেতে শুধু দেখা গেল অতি সরু এক রহস্যময় সুড়ঙ্গ, যার মধ্য দিয়ে কোনো মানুষের পক্ষে যাওয়া অসম্ভব। সাধক দেহত্যাগ না করে আধ্যাত্মিক শক্তিতে মহাশূন্যে বিলীন হয়ে গিয়েছিলেন বলে আজও লোকমুখে বিশ্বাস প্রচলিত।

~ ❖ ~

গল্প ৫২

বেলগাছীর শাইজি: এক বিচিত্র সাধকের উপাখ্যান

ইমামতি থেকে বাউল বৈরাগ্য—আলো ও অন্ধকারের দ্বৈরথ

বকশিপুর মসজিদের শ্রদ্ধেয় ও সুললিত কণ্ঠের ইমাম ছিলেন ইসলাম শাহ। কিন্তু হঠাৎ এক অজানা বৈরাগ্যে তিনি ইমামতি ত্যাগ করে বাউল ফকিরের বেশ ধারণ করলেন এবং বেলগাছি গ্রামে বটতলায় আস্তানা গড়ে 'শাইজি' নামে পরিচিত হলেন।

শাইজির নিজের জীবন ছিল নিরামিষ ও সংযমী। কিন্তু তাঁর আখড়াকে ঘিরে গড়ে উঠল অপরাধী, মাদকাসক্ত ও সমাজের বিভ্রান্ত যুবকদের এক অদ্ভুত বলয়। প্রতি বৈশাখে শাইজির আখড়ায় অনুষ্ঠিত হতো নারী-পুরুষের বিতর্কিত 'সাধুসঙ্গ', যা স্থানীয় রক্ষণশীল সমাজের সাথে তীব্র দ্বন্দ্বের সৃষ্টি করত।

ধর্ম থেকে বাউল বেশ, সাধক থেকে বিতর্কিত পুরুষ—শাইজির জীবন আলো-আঁধারির এক রহস্যময় উপাখ্যান হয়ে চুয়াডাঙ্গার লোকস্মৃতিতে অমলিন রয়ে গেছে।

~ ❖ ~

তৃতীয় খণ্ড

কল্পলোকের ঝাঁপি ও রূপালী রোমাঞ্চ

❖ ❖ ❖

মহাজাগতিক কল্পবিজ্ঞান, মায়াবী রূপকথা, পরীরাজ্যের উপাখ্যান এবং সৃষ্টির সূচনা ও আত্মিক রূপান্তরের ২৮টি রোমাঞ্চকর গল্প।

গল্প ৫৩

স্ত্রীর ষোলো কলা

দাম্পত্য খুনসুটি ও এক কলার চরম পরীক্ষা

একশীতের রাতে স্বামী তার স্ত্রীকে আদর করে বলল, "শোনো প্রিয়, লোকে বলে মেয়েরা নাকি ষোলো কলা জানে। কিন্তু এতদিনেও তো তার একটি কলাও আমাকে দেখালে না!"

স্ত্রী মুচকি হেসে বলল, "আচ্ছা বেশ, কালই তবে তার এক ঝলক দেখতে পাবে।"

পরদিন সকাল পেরিয়ে দুপুর হলো, কিন্তু রান্নাঘরে আগুনের দেখা নেই। কোনো খাবার তৈরি না হওয়ায় স্বামী ক্ষিপ্ত হয়ে স্ত্রীকে ধমক দিল।

স্ত্রী তখন কাঁদতে কাঁদতে বলল, "আমার বেঁচে থেকে কী লাভ! আমি এখনই পেছনের কূপে ঝাঁপ দিয়ে মরব!" এই বলে সে কূপে একটি ভারী ইটের বস্তা ফেলে নিজে আড়ালে লুকিয়ে রইল।

কনকনে শীতে 'ধপাস' শব্দ শুনে স্বামী ভাবল সত্যিই স্ত্রী কূপে ঝাঁপ দিয়েছে! সে এক মুহূর্ত চিন্তা না করে নিজের পরনের গরম কাপড় ফেলে সেই বরফশীতল পানিতে ঝাঁপিয়ে পড়ল। কিন্তু নিচে গিয়ে হাত দিয়ে দেখল এক ইটের বস্তা!

ভিজে চুপচুপে হয়ে কাঁপতে কাঁপতে ওপরে উঠতেই দেখল স্ত্রী মিষ্টি হেসে দাঁড়িয়ে আছে।

স্ত্রী বলল, "কেমন দেখলে? এ হলো আমার ষোলো কলার প্রথম কলা!"

স্বামী কাঁপতে কাঁপতে বলল, "বাপরে বাপ! এক কলাই আমার জান যায় যায় অবস্থা, বাকি পনেরো কলা দেখলে তো সোজা পরপারে চলে যাব!" বুদ্ধি আর রসবোধে ভরা দাম্পত্য জীবনের এক মধুর কৌতুক।

~ ❖ ~

গল্প ৫৪

কানা পীরের কাণ্ড

ভণ্ড পীরের ধর্মব্যবসা ও এক সাহসী নারীর প্রতিরোধ

গ্রামে আগমন ঘটেছিল এক সুবেশধারী ভণ্ড পীরের। মুখে লম্বা দাড়ি, মিষ্টি বুলি আর ধর্মজ্ঞানের অপব্যাখ্যা দিয়ে সে অল্পদিনেই গ্রামের সহজ-সরল নারীদের মোহগ্রস্ত করে তুলল। সে দাবি করত, পীরের সন্তুষ্টি ছাড়া বেহেশত অসম্ভব এবং পীরকে নিজের সর্বস্ব সঁপে দিতে হবে।

পাপের মাত্রা যখন সীমা ছাড়িয়ে গেল, তখন গ্রামের এক সাহসী নারী রহিমা এর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াল। সে নিজের স্বামীকে কোরআন ছুঁয়ে পীরের জঘন্য ভণ্ডামির কথা খুলে বলল।

রহিমার সাহসে অন্য নারীরাও এগিয়ে এলো। গ্রামের মাতব্বরদের সামনে পীরের মুখোশ টেনে খুলে দেওয়া হলো। প্রমাণের মুখে ভণ্ড পীর মুখ থুবড়ে পড়ল। গ্রামবাসী তাকে চুনকালি মেখে 'কানা পীর' উপাধি দিয়ে গ্রাম থেকে বিতাড়িত করল। ধর্মের নামে ভণ্ডামি ও অন্ধ বিশ্বাসের বিরুদ্ধে এই গল্প এক সচেতনতার চাবুক।

~ ❖ ~

গল্প ৫৫

বরফ দেশের রাজকুমারী ও জাদুর ফুল

সাহসী হৃদয়ের জয় ও বরফ রাজ্যে বসন্তের আগমন

সুদূর হিমালয়ের বরফ রাজ্যে বাস করত রাজকুমারী ইভা। তার রাজ্যের সর্বত্র ছিল শুধু বরফের চাদর—গাছে কোনো ফুল ফুটত না, পাখি গান গাইত না।

ইভার ঠাকুমা বললেন, "হিমালয়ের দুর্গম গুহায় ফুটে আছে এক ইন্দ্রধনু রঙের জাদুর ফুল। খাঁটি হৃদয় নিয়ে যে তা আনবে, রাজ্যে বসন্ত ফিরবে।"

ইভা ঠাকুমার দেওয়া রূপালী হার নিয়ে বরফের ঝড় ও দুর্গম গিরিখাত পেরিয়ে গুহায় পৌঁছাল। গুহার প্রবেশপথে হিংস্র তুষার ভালুককে হার দিয়ে সম্মোহিত করে ইভা জাদুর ফুলটি সংগ্রহ করল।

ফুলটি স্পর্শ করতেই গলে গেল সমস্ত বরফ, পাহাড়ে পাহাড়ে বয়ে গেল কলতানের ঝর্ণা, গাছে গাছে ফুটল রঙিন ফুল। ইভার সাহসে এক মৃতপ্রায় রাজ্য চিরসবুজ স্বপ্নপুরীতে পরিণত হলো।

~ ❖ ~

গল্প ৫৬

খাবার দেওয়া লাঠি

পরিশ্রমের মূল্য ও লোভের উপযুক্ত শাস্তি

একদরিদ্র কৃষক গাভীর দুধ বিক্রি করে সংসার চালাত। গাভীটি দুধ দেওয়া বন্ধ করলে বনের এক সাধু তাকে একটি জাদুকরী লাঠি দিলেন, যা হুকুম করলেই সুস্বাদু খাবার হাজির করত।

কৃষকের লোভী প্রতিবেশী রাতের আঁধারে লাঠিটি চুরি করে নিল। এরপর সাধুর দেওয়া টাকার থলে চুরি করতে গিয়ে থলে থেকে বের হওয়া হাজারো লাল পিঁপড়ার কামড়ে প্রতিবেশী ছটফট করতে লাগল। শেষে সাধুর দেওয়া টুপি চুরি করে মাথায় দিতেই তার মাথায় পড়তে লাগল পাথর!

সাধু কৃষককে বললেন, "এবার কোনো জাদুর বস্তু নয়, নিজের হাত দিয়ে পরিশ্রম করো।" কৃষক গাভীর যত্ন নিয়ে আবার সচ্ছল হলো। লোভী প্রতিবেশী নিঃস্ব হলো। সততা আর মেহনতই মানুষের আসল সহায়।

~ ❖ ~

গল্প ৫৭

শেষ ল্যাবরেটরি

মানবতার শেষ আশা ও নীল ফিনিক্সের জন্ম

পৃথিবীর সর্বত্র মহাজাগতিক এক অচেনা ভাইরাসে সমস্ত জীব প্রজাতি ধ্বংসের মুখে। ভূগর্ভস্থ শেষ ল্যাবরেটরিতে বিজ্ঞানী আজানু একা কাজ করে যাচ্ছিলেন 'প্রোজেক্ট ফিনিক্স' নিয়ে।

শত শত ব্যর্থতার পর শেষ জিনগত কোড প্রবেশ করাতেই কাঁচের সিলিন্ডারে জ্বলে উঠল নীল আলো। ভেতর থেকে জন্ম নিল এক অপার্থিব স্ফুলিঙ্গময় নীল ফিনিক্স পাখি!

পাখিটির ডিএনএ বিশ্লেষণ করে দেখা গেল—তার জিনোমে লুকিয়ে আছে সেই প্রাণঘাতী ভাইরাসের প্রতিষেধক। আজানুর কাঁধে এসে বসল নীল ফিনিক্স। ল্যাবরেটরির অন্ধকার ভেদ করে মানবতার পুনর্জন্মের নতুন সূর্যের উদয় হলো।

~ ❖ ~

গল্প ৫৮

মহাকাশের শেষ আলো

পৃথিবীর ধ্বংসস্তূপ পেরিয়ে নতুন গ্রহে জীবনের সূচনা

সূর্যের তাপ হারিয়ে পৃথিবী যখন বরফের গ্রহে পরিণত হয়ে নিঃশেষ হয়ে গেল, তখন একাকী মহাকাশচারী রিনো তার মহাকাশযান 'ডন-ফ্লাই' নিয়ে পাড়ি জমাল এক অজানা নীল গ্যালাক্সির দিকে।

সেখানে এক সবুজ গ্রহে অবতরণ করে রিনো দেখল—সেখানে কোনো হিংস্র প্রাণী বা মানুষ নেই, পুরো গ্রহের উদ্ভিদজগৎই এক প্রাণবন্ত সচেতন সত্তা।

পৃথিবীর ধ্বংসের খবরে যখন রিনোর বুক ভেঙে পড়ল, তখন গ্রহের এক সোনালি আলোর কণা তার কাঁধে বসে তাকে অন্তহীন প্রশান্তি দিল। রিনো বুঝল, সে নিঃস্ব নয়; এই নতুন পৃথিবীর প্রথম অভিভাবক হিসেবে সে নতুন এক সভ্যতার জন্ম দেবে।

~ ❖ ~

গল্প ৫৯

জোনাকিরা যখন কাঁদে

প্রকৃতির ভাষা ও শহরের আলো পুনরুদ্ধারের অভিযান

শীতের এক রাতে শহরের পুরোনো বাড়ির চিলেকোঠায় বসে ছিল তরুণ আবির। তার হাতে বিজ্ঞানী দাদুর রেখে যাওয়া সাংকেতিক ডায়েরি।

হঠাৎ পুরো শহরের বিদ্যুৎ বন্ধ হয়ে ঘোর অন্ধকার নেমে এলো। ঠিক তখনই চিলেকোঠায় এসে বসল এক অদ্ভুত নীল জোনাকি। জোনাকিদের দল আলোর সারি তৈরি করে আবিরকে পথ দেখিয়ে নিয়ে গেল শহরের প্রধান বিদ্যুৎ কেন্দ্রে।

দাদুর ডায়েরির সংকেত মিলিয়ে আবির মূল সুইচ চালু করতেই আলোয় ঝলমল করে উঠল পুরো শহর। আবির বুঝতে পারল, প্রকৃতি মানুষের শত্রু নয়; হৃদয় দিয়ে শুনলে প্রকৃতির ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র প্রাণীরাও মানুষকে পথ দেখাতে পারে।

~ ❖ ~

গল্প ৬০

সময়-চোর এবং একটি পুরোনো ঘড়ি

থমকে যাওয়া শহর ও সময়ের মুক্তিসংগ্রাম

'লস্ট হোপ' শহরের সময় এক অদৃশ্য মায়ায় থমকে গিয়েছিল। মানুষ প্রতিদিন একই ঘটনা, একই কথা পুনরাবৃত্তি করে একঘেয়ে চক্রে বন্দি ছিল।

রেয়ান তার দাদার প্রাচীন ডায়রি পড়ে জানতে পারল—এক ধোঁয়াময় 'সময়-চোর' শহরের প্রধান টাওয়ারের ঘড়ির শক্তি শুষে নিয়েছে। রেয়ান দাদার জাদুকরী ঘড়ি তাক করে নীল আলো নিক্ষেপ করল সেই সময়-চোরের ওপর।

পরাজিত সময়-চোর সমস্ত শক্তি ফেরত দিতে বাধ্য হলো। টাওয়ারের ঘড়ি আবার টিকটিক করে সচল হলো, ঘুমন্ত মানুষ মুক্ত হলো সময়ের বন্দিদশা থেকে।

~ ❖ ~

গল্প ৬১

জ্যোতির্ময় হীরার খোঁজে

রাতের আকাশের রূপ ও মায়াবী পাখির বীরত্ব

বহু পূর্বে পৃথিবীতে কোনো রাত ছিল না; এক বিষণ্ন ধূসর আলো ছড়িয়ে থাকত। সাতলিপ নামের এক তরুণ রাতের চাঁদ-তারাকে ফিরিয়ে আনতে দুষ্ট ড্রাগনের খোঁজে বের হলো।

পথে এক মায়াবী সাদা পাখি তার সঙ্গী হলো। দুর্গম পাহাড়ের অগ্নিগুহায় পৌঁছে পাখিটি তার অলৌকিক সুরেলা গান গাইতে শুরু করল। গানের সম্মোহনে ড্রাগন দুর্বল হয়ে ঘুমিয়ে পড়ল।

সাতলিপ গুহা থেকে উদ্ধার করল 'জ্যোতির্ময় হীরা'। হীরা আকাশে স্থাপন করতেই প্রথমবার পৃথিবীর মানুষ দেখল চাঁদের স্নিগ্ধ আলো আর অগুনতি তারার অপরূপ মহিমা।

~ ❖ ~

গল্প ৬২

সুরিয়া নগরীর জীবন্ত পদ্ম

রাজকুমারী ইরা ও পাতাল গুহার লড়াই

সুরিয়া নগরীর রাজা বীরবাহুর রাজপ্রাসাদে ছিল এক অমূল্য 'জীবন্ত পদ্ম', যা পূর্ণিমায় ফুটত এবং যেকোনো মরণব্যাধি সারাতে পারত। কালো জাদুকর কালান্তক সেই পদ্ম চুরি করে পাতালে লুকিয়ে রাখল।

রাজকুমারী ইরা তার 'আকাশবাণী দণ্ড' নিয়ে পাতাল গুহায় গেল। সেখানে তিন মাথাওয়ালা অগ্নি ড্রাগনের মায়াবী বাঁধন ভেঙে এবং কালান্তকের জটিল ধাঁধার উত্তর দিয়ে ইরা জীবন্ত পদ্ম উদ্ধার করল। সুরিয়ার বুকে আবার নেমে এলো শান্তি ও সমৃদ্ধি।

~ ❖ ~

গল্প ৬৩

অন্ধকারের রাজ্য ও আলোর বীজ

তারা-চোখের বালিকা ও মলোকের পতন

শ্যাডোভেল রাজ্যে চাঁদ বা সূর্যের দেখা ছিল না। সেখানে রাজত্ব করত অন্ধকার দানব মলোক, যে মানুষের স্বপ্ন চুরি করত।

মায়ের অসুস্থতায় ছোট্ট বালিকা লিরা অবলিস্ক পর্বতের চূড়া থেকে 'আলোর বীজ' আনতে যাত্রা করল। মিথ্যাচারী আয়নার মায়া ভেঙে এক সোনালি ফিনিক্সের পিঠে চড়ে সে পর্বতে পৌঁছাল।

মলোক যখন গর্জন করে এলো, লিরা তার উজ্জ্বল চোখ থেকে আলো নিক্ষেপ করে মলোককে ধ্বংস করল। আলোর বীজ রোপণ করতেই শ্যাডোভেল রূপ নিল এক পুষ্পিত স্বপ্নভূমিতে।

~ ❖ ~

গল্প ৬৪

নীলাভুমির হারানো রহস্য

শৈলগ্রামের সাহসী কিশোরী ও নীল পদ্মের শক্তি

শৈলগ্রামের পাশে ছিল রহস্যময় বন 'নীলাভুমি', যেখানে মাটির রঙ ছিল নীল। নাবিলা ও তার সঙ্গীরা সেখানে গিয়ে দেখল এক প্রাচীন সাধু একটি নিভু নিভু 'নীল শিখা' পাহারা দিচ্ছেন।

শিখাটি নিভে গেলে নীলাভুমি ধ্বংস হয়ে যাবে। নাবিলা দুর্গম পাথরের খাঁদ থেকে দুর্লভ নীল পদ্মফুল খুঁজে এনে তার পরাগ ছড়িয়ে দিল শিখার ওপর। উজ্জ্বল আলোয় ভরে উঠল নীলাভুমি, রচিত হলো এক নতুন উপাখ্যান।

~ ❖ ~

গল্প ৬৫

শয়তানের নিশ্বাস

বরফ হৃদয়ে ভালোবাসার পরশ ও রূপান্তর

অন্ধকার উপত্যকায় বাস করত পাষাণ হৃদয়ের এক শয়তান সত্তা আজাজেল। বহু শতাব্দী ধরে সে একাকী ও ভালোবাসাহীন ছিল।

একদিন সেখানে এলো তরুণী যাদুকর ইলিয়ানা, যে সন্ধান করছিল 'চিরন্তন জীবনের ফুল'। ইলিয়ানা আজাজেলকে ঘৃণা না করে তার মমতা ও প্রেমের স্পর্শ দিল। সেই স্নেহের পরশে আজাজেলের শত বছরের জমানো বরফ গলে গেল। উপত্যকায় ধ্বংসের নিশ্বাস বদলে গেল জীবনের বসন্তে।

~ ❖ ~

গল্প ৬৬

সবুজ ব্যাঙ ও তারার গান

অসম্ভব স্বপ্নের উড়াল ও তারাদের সান্নিধ্য

পদ্মপাতায় বাস করত গানপ্রিয় এক ছোট্ট সবুজ ব্যাঙ, নাম তার নিত্য। তার স্বপ্ন ছিল আকাশের জ্বলজ্বলে তারাদের কাছে যাওয়া।

প্রজাপতি রঙিলার সাহায্যে সে এক দয়ালু জাদুকরীর কাছ থেকে অলৌকিক চাবি এনে গভীর রাতে আকাশের দিকে ছুড়ে মারল। খুলে গেল এক নীল আলোর সুড়ঙ্গ। নিত্য ভাসতে ভাসতে তারাদের কাছে পৌঁছে তাদের সাথে গান গাইল। আত্মবিশ্বাস থাকলে যেকোনো ক্ষুদ্র স্বপ্নও আকাশ স্পর্শ করতে পারে।

~ ❖ ~

গল্প ৬৭

বানরের গলায় মুক্তাহার

বনের ভাষা ও পরোপকারের শক্তি

নদীর শান্ত জলে ভেসে থাকা এক অলৌকিক মুক্তাহার গলায় পরতেই বানর বানো বনের সমস্ত পশুপাখির ভাষা বুঝতে পারল।

মুক্তাহারের নির্দেশনায় সে দুর্লভ পাহাড়ি গাছ এনে নিজের অসুস্থ দলপতিকে সারিয়ে তুলল এবং বনের নানা বিপদ থেকে সবাইকে রক্ষা করতে লাগল। হিংসুক বানররা মুক্তাহার ছিনিয়ে নিতে চেয়ে দেখল—তা কেবল বাহ্যিক কোনো গয়না নয়, অন্তরের নিঃস্বার্থ ভালোবাসাই এর আসল শক্তি।

~ ❖ ~

গল্প ৬৮

অন্ধকারের রাজকুমার

বাহ্যিক রূপের ঊর্ধ্বে হৃদয়ের পবিত্র আলোর উপাখ্যান

অভিশপ্ত রাজকুমার ছায়নের শরীর ছিল অন্ধকারের মতো কালো আর চোখ ছিল জ্বলন্ত অঙ্গারের মতো। মানুষ তাকে দানব ভাবত।

একদিন ছায়ন দস্যুদের হাত থেকে রাজকন্যা দীপ্তিকে উদ্ধার করল। দীপ্তি ছায়নের চোখের গভীরের বিশুদ্ধ প্রেম দেখতে পেল। তাদের প্রেম প্রমাণ করল—ভালোবাসা কোনো বাহ্যিক চামড়ার রঙে নয়, হৃদয়ের পবিত্র আলোতেই উদ্ভাসিত হয়।

~ ❖ ~

গল্প ৬৯

চন্দ্রলোকে রক্তপাত

চন্দ্রকন্যা অরুণিমার প্রেম, বিশ্বাসঘাতকতা ও মহাকাব্যের জয়

চন্দ্রলোকের শুভ্র শান্ত বালিতে হঠাৎ দেখা দিল রক্তের দাগ—হত্যা করা হলো বিশ্বস্ত অনুচর অরুণকে। লাশের পাশে মিলল পৃথিবীর অচেনা কালচে নুড়ি।

চন্দ্রলোকের রানী চন্দ্রার আদেশে চন্দ্রকন্যা অরুণিমা মায়াবী স্ফটিক 'মণি' নিয়ে পৃথিবীতে যাত্রা করল। সেখানে গিয়ে সে জানল, জাদুকর জাবান চন্দ্রলোক দখলের ষড়যন্ত্রে লিপ্ত।

অরুণিমা মানবীর রূপ ধরে জাবানের প্রেমের ছলনায় গিয়ে তার তৈরি বিষাক্ত ঘাস খাইয়ে তাকে পাথরে পরিণত করল এবং চন্দ্রলোককে এক মহাবিপর্যয় থেকে রক্ষা করল।

~ ❖ ~

গল্প ৭০

মায়াবী বনের গোপন চাবি

নির্মল মন ও বনস্পতির অপার ভালোবাসা

নিদ্রাবতী বনের গভীরে ছিল এক জাদুকরী ঝর্ণা, যার পানি খেলে সব রোগ ও মনোকষ্ট দূর হতো। কিন্তু পথ ছিল দুর্গম।

ছোট্ট মেয়ে তিতলির ছিল বনের গাছের সাথে কথা বলার ক্ষমতা। সে এক অসুস্থ বৃদ্ধকে সেই ঝর্ণার কাছে নিয়ে গেল কোনো মানচিত্র ছাড়াই—শুধুমাত্র গাছের পাতা আর পাখির গানের সংকেত বুঝে। তিতলির ভালোবাসা ও বিশ্বাসই ছিল বনের পরম চাবি।

~ ❖ ~

গল্প ৭১

জেমিনি-৭

মহাজাগতিক প্রেম ও পৃথিবীর সীমানা পেরিয়ে যাত্রা

ভিনগ্রহের মহাকাশযান 'জেমিনি-৭'-এ চড়ে পৃথিবীতে এসেছিল রূপবতী এ্যাস্ট্রা—ভালোবাসা নামক অনুভূতির খোঁজে। প্রাচীন দুর্গ খনন করতে গিয়ে প্রত্নতাত্ত্বিক অরুণের সাথে তার দেখা হয়।

দুজনে মিলে তারা এক অশুভ শক্তিকে প্রতিহত করে মহাজাগতিক শক্তির চাবি রক্ষা করে। কাজ শেষে এ্যাস্ট্রার হাত ধরে অরুণও পাড়ি জমাল মহাশূন্যের অন্তহীন প্রেমের নীলিমায়।

~ ❖ ~

গল্প ৭২

এথারিয়ার লণ্ঠন

চিরন্তন অগ্নির পুনরুজ্জীবন ও অন্ধকারের পরাজয়

এথারিয়া রাজ্যে আলো ছড়াত এক ড্রাগনের হৃৎপিণ্ডের আগুনে জ্বলা প্রাচীন লণ্ঠন। এক অমাবস্যায় ছায়া-দানব সেই লণ্ঠন ছিনিয়ে নিয়ে রাজ্যকে অন্ধকারে ডুবিয়ে দিল।

লণ্ঠনের রক্ষক এলেনা তুষার পাহাড়ের দুর্গম বাধা পেরিয়ে ড্রাগনের গুহায় পৌঁছাল। ভালোবাসা আর বিশ্বাসের উষ্ণ স্পর্শে সে নিভে যাওয়া লণ্ঠনে আবার প্রাণ ফিরিয়ে এনে রাজ্যকে আলোকিত করল।

~ ❖ ~

গল্প ৭৩

রক্তবীজ

নরভোজী বৃক্ষ ও কালোভস্ম জাদুকরের বিনাশ

গহীন বনে রক্তবীজ নামক এক রক্তচোষা গাছ পথচারীদের গ্রাস করত। শিকারী রফিক এই অভিশাপ দূর করতে বের হলো।

সমুদ্রের তলদেশ থেকে সে উদ্ধার করল জাদুকর কালোভস্মের প্রাণ ধারণকারী জাদুকরী শামুক। শামুক ভেঙে গাছটির কাণ্ডে আঘাত করতেই জাদুকর ছাই হয়ে গেল এবং বনবাসী নরখাদক গাছের আতঙ্ক থেকে মুক্তি পেল।

~ ❖ ~

গল্প ৭৪

পরীদের রানী বিলকিস

আফসানাহ রাজ্যের উদ্ধার ও শাশ্বত আলোর ফুল

পরীদের রাজ্য আফসানাহ-র রানী ছিলেন সুরের জাদুকরী বিলকিস। ঈর্ষান্বিত জাদুকর কহর রাজ্যে কালো জাদু ছড়িয়ে সবাইকে ঘুম পাড়িয়ে দিল।

বিলকিস তার জোনাকি বন্ধু নূরকে নিয়ে পর্বতের চূড়া থেকে 'শাশ্বত আলোর ফুল' স্পর্শ করে সমস্ত কালো জাদু চূর্ণ করলেন এবং রাজ্যে ফিরিয়ে আনলেন অমর বসন্ত।

~ ❖ ~

গল্প ৭৫

রানী বিলকিস: সাবার যাদুকরী রাজত্ব

হযরত সুলাইমান (আ.) ও সত্যের পথে রানীর আত্মসমর্পণ

সূর্যপূজারি সাবা রাজ্যের রানী বিলকিসের ছিল রত্নখচিত অপূর্ব সিংহাসন। নবী হযরত সুলাইমান (আ.) হুদহুদ পাখির মাধ্যমে তাঁকে একত্ববাদের দাওয়াত দিলেন।

সুলাইমান (আ.)-এর নির্দেশে এক ধার্মিক জ্ঞানী ব্যক্তি চোখের পলকে বিলকিসের সিংহাসন দরবারে হাজির করলেন। সুলাইমানের এই অলৌকিক মুজিজা ও প্রজ্ঞা দেখে রানী বিলকিস সত্য উপলব্ধি করলেন এবং এক আল্লাহর প্রতি ঈমান এনে নিজেকে সমর্পণ করলেন।

~ ❖ ~

গল্প ৭৬

পিঁপড়াদের উপত্যকা ও সুলাইমান (আ.)

ক্ষুদ্রের প্রতি নবীর দয়া ও রানী জ্ঞানীমার প্রজ্ঞা

বিশাল সৈন্যবাহিনী নিয়ে হযরত সুলাইমান (আ.) যখন এক উপত্যকা দিয়ে যাচ্ছিলেন, তখন পিঁপড়াদের রানী 'জ্ঞানীমা' তার প্রজাদের গর্তে আশ্রয়ের নির্দেশ দিল।

সুলাইমান (আ.) পিঁপড়ার কথা শুনে মুচকি হাসলেন এবং বাহিনীকে থামিয়ে ক্ষুদ্র প্রাণীদের রক্ষা করলেন। তিনি জ্ঞানীমার প্রজ্ঞার প্রশংসা করে আশীর্বাদ করলেন। ক্ষমতার শীর্ষে থেকেও অবলা ক্ষুদ্র সৃষ্টির প্রতি এই মমত্ববোধই এক অনন্য শিক্ষা।

~ ❖ ~

গল্প ৭৭

স্রষ্টার সৃষ্টি ও মানবজাতির সূচনা

আদম ও হাওয়ার জান্নাত থেকে মর্ত্যে মিলন

আল্লাহ তায়ালা মাটি দিয়ে প্রথম মানুষ হযরত আদম (আ.)-কে সৃষ্টি করে তাঁর ভেতর রুহ ফুঁকে দিলেন এবং হাওয়া (আ.)-কে তাঁর সঙ্গিনী বানালেন।

ইবলিসের প্ররোচনায় নিষিদ্ধ গাছের ফল খেয়ে তাঁরা অনুতপ্ত হলেন। আল্লাহ তাঁদের ক্ষমা করে পৃথিবীতে প্রেরণ করলেন। দীর্ঘ বিরহের পর আরাফাতের ময়দানে তাঁদের পুনর্মিলন হলো এবং শুরু হলো মানবজাতির মহাযাত্রা।

~ ❖ ~

গল্প ৭৮

সৃষ্টি রহস্য ও ইবলিসের পতন

অহংকারের চরম পরিণাম ও শয়তানের অভিশাপ

জিন জাতির জ্ঞানী আযাযিল ইবাদতের গুণে ফেরেশতাদের কাতারে পৌঁছেছিল। কিন্তু আদম (আ.)-কে সিজদা করার ঐশ্বরিক আদেশ এলে সে বলল—"আমি আগুন দিয়ে তৈরি, আর সে মাটি দিয়ে; আমি তার চেয়ে শ্রেষ্ঠ!"

এই আত্মম্ভরিতা ও অহংকারের কারণে আযাযিল চিরদিনের জন্য অভিশপ্ত 'ইবলিস শয়তান'-এ পরিণত হলো এবং জান্নাত থেকে বিতাড়িত হলো। বিনয় মানুষকে উচ্চে তোলে আর অহংকার পাতালে নিক্ষেপ করে।

~ ❖ ~

গল্প ৭৯

জিন জাতির ইতিহাস ও অরাজকতার সমাপ্তি

মানব সৃষ্টির পূর্বে পৃথিবীতে ফিতনা ও শান্তি প্রতিষ্ঠা

ধোঁয়াহীন আগুন থেকে সৃষ্ট জিন জাতিকে যখন পৃথিবীতে রাখা হয়েছিল, তারা একসময় রক্তপাত ও সীমাহীন ফিতনায় লিপ্ত হলো।

আল্লাহর আদেশে আযাযিলের নেতৃত্বে শক্তিশালী ফেরেশতাবাহিনী দুষ্ট জিনদের দমন করে শান্তি আনল। কিন্তু পরবর্তীতে সেই আযাযিলই অহংকারে পতিত হয়ে শয়তানে রূপ নিল। ক্ষমতা ও বীরত্ব কখনোই আত্মম্ভরিতার ঢাল হতে পারে না।

~ ❖ ~

গল্প ৮০

ভয়ের রাত ও মহাকালের প্রহরী

অশুভ শক্তির আছর ও সময়ের ভারসাম্যের পরীক্ষা

মধুচন্দ্রিমায় গিয়ে শাহেদ ও রিয়ার জীবনে নেমে এলো এক অশুভ 'সময়-খেকো' অপশক্তির কালো ছায়া। রিয়ার অস্বাভাবিক আচরণে দিশেহারা হয়ে শাহেদ এক আলেমের নির্দেশে গভীর রাতে মহাকালের প্রহরীর হাতে বার্তা পৌঁছে দিল।

ফিরে আসার পথে একের পর এক ভৌতিক বিভ্রম ও মায়াবী আক্রমণ প্রতিহত করে শাহেদ নিজের অসীম সাহসে ঘরে ফিরল। সকালে রিয়া সুস্থ হয়ে উঠল। ভয়কে জয় করার অদম্য মানসিক শক্তিই যে কোনো সংকট থেকে মুক্তির পথ খুলে দেয়।

~ ❖ ~